৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ২৪ কার্তিক – ৩০ কার্তিক, ১৪২৪ ঃ ১১ নভেম্বর – ১৭ নভেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 4, 11 November - 17 November, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মোবাইল কিংবা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে আধার যুক্ত

করার পক্ষেই কার্যত রায় দিল শীর্ষ আদালত। আধার নিয়ে অযথা আতঙ্ক ছড়ানোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে আধার সংযুক্তির সময়সীমা ঘোষণা করতে বলেছে আদালত। উল্লেখ্য এবার থেকে বিমা পলিসিতেও যুক্ত করতে হবে আধার।

রবিবার : পাসপোর্ট করতে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, শিক্ষক ও সরকারি

কর্মীদের জন্য সরাসরি অফিসে যোগাযোগের ওয়াক ইন ব্যবস্থা উঠে গেল দালালরাজ ঠেকাতে। এখন থেকে আবেদন, টাকা জমা, সাক্ষাতের সময় নেওয়া সবটাই করতে হবে অনলাইনে।

সোমবার : ইতিমধ্যে ২ লক্ষ ২৪ হাজার ভুয়ো ব্যবসায়ী সংস্থাকে

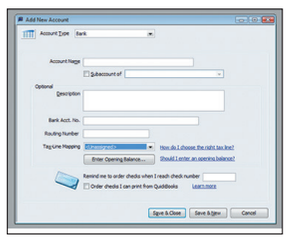

বাতিল করা হয়েছে। এবার ধরা পড়েছে ৩৫ হাজার সংস্থার ৫৮ হাজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যেখান থেকে পুরানো নোট জমা পড়েছে ১৭ হাজার কোটি। শুরু হয়েছে গোয়েন্দা তদন্ত।

মঙ্গলবার : দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে ইউএপিএ-তে

দাখিল করা মামলাগুলির তদন্ত করবে এনআইএ। উল্লেখ্য বিমল গুরুং সহ একাধিক মোর্চা নেতার নামে মামলা রুজু হয়েছে এই আইনে।

বুধবার : কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা রোধ করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

মেনকা গান্ধী উদ্বোধন করলেন 'শি বক্স' নামে এক পোর্টালের। এর মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন মহিলারা।

বৃহস্পতিবার : মিশনারি স্কুলের খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণের

অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল দোষী নজরুল ইসলামের। বাকি ৫ অপরাধীকে দেওয়া হয়েছে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে খ্রিস্টান সমাজ।

শুক্রবার : ডেঙ্গুর আতঙ্ক অব্যাহত। যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন

জেলা। সরকার তেমন কিছু নয় বলে দায়িত্ব এড়ালেও বাড়ছে বিক্ষোভ-ধর্না-সভা। হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোও ক্রমশ ভেঙে পড়ছে ডেঙ্গুর আক্রমণে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

প্লেটলেট নিয়ে অবাধে চলছে কালোবাজারি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে ডেঙ্গু প্রায় মহামারির আকার ধারণ করলেও সরকার মহামারির শিলমোহর দিতে নারাজ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু এখন নিয়ন্ত্রণে, এমন দাবি করা হলেও ডেঙ্গু আক্রান্তের মিছিল এখনও উত্তর চব্বিশ পরগনার সব কটি মহকুমাতেই অব্যাহত। সম্প্রতি কেন্দ্র থেকে একটি পর্যবেক্ষক দল পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু পর্যবেক্ষণে আসছে বলে জানা গিয়েছে। ডেঙ্গু নির্ণয়ের জন্যে পিসিভি (প্যাক্ট সেল ভল্যুম), এমসিভি (মিন করপাসেল ভ্যালু) পরীক্ষার প্রয়োজন। কলকাতা কর্পোরেশনের ১৪৪টি ক্লিনিকের মধ্যে যে ১৫টি ল্যাবরেটরিতে রক্ত পরীক্ষা হয়, তার কোনওটিতেই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। এমনকি সেল কাউন্ট যন্ত্র, প্লেটলেট কাউন্ট করার জন্যে যে রি-এজেন্ট দরকার তাও নেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। সরকারি নির্দেশে ১ লক্ষের নিচে প্লেটলেট না নামলে ডেঙ্গুর প্লেটলেট পরীক্ষা করা যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে প্লেটলেট না নামলেও রক্তের প্যাকড সেল, আরবিসি হিমোগ্লোবিন ভ্যালু বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে শরীরের জল বেরিয়ে যাচ্ছে। যা ডেঙ্গুর অন্যতম লক্ষণ বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনার ২২টি ব্লকই বর্তমানে ডেঙ্গুর শিকার। হাবড়া, বনগাঁ, গাইঘাটা, বাগদা,

স্বরূপনগর, দেগঙ্গার দোকানদার, ভ্যানচালক, খেতমজুর সবার ঘরেই ডেঙ্গু। এইসব অঞ্চলগুলিতে একারণে চাষ আবাদে থেকে শুরু করে ভ্যান চালানো, দোকানদারি সব বন্ধ। বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে থিক থিক করছে রুগী।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নবান্নে ডেঙ্গু নিয়ে বৈঠকের পর বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকগুলো হঠাৎ করে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। এতদিন রক্ত সংগ্রহ করেনি। এখন তারা উঠে পড়ে লেগেছে রক্ত সংগ্রহের জন্যে। যেসব কর্মীরা রক্তসংগ্রহে অনীহা দেখাচ্ছিল, তাদের তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতে প্লেটলেট তৈরি হচ্ছে একমাত্র বারাসত ক্যান্সার হাসপাতালে। আর কলকাতায় মূলত সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক ছাড়া রক্তের প্লেটলেট তৈরি হয় এনআরএস, মেডিকেল কলেজ, এসএসকেএম এবং আরজিকর হাসপাতালে। ফলে সারা রাজ্যের চাপ রয়েছে এখানে। একটা অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী ৭-৮ ঘন্টার মধ্যে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত পৌঁছতে হবে। না হলে রক্তের বিভাজন করা যাবে না। একারণে ৩০ কিমির মধ্যে রক্ত সংগ্রহ করা হত। এখন রক্তের হাহাকার মেটাতে সেই দূরত্ব বাড়িয়ে ৭০-৮০ কিমি করা হয়েছে। এজন্য স্পেশ্যাল অ্যাম্বুলেন্সও রাখা হয়েছে। এজন্য প্লেটলেট তৈরির পরিমাণ কিছু বেড়েছে।

এদিকে ডেঙ্গুর এই মহামারি অবস্থার মধ্যেও রক্তের প্লেটলেট নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক কালোবাজারি। সংশ্লিষ্ট সূত্রের অভিযোগ, একাধিক সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি থেকে বিনামূল্যে বা কমদামে প্লেট লেট চলে যাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে চড়া দামে তা বিক্রি হচ্ছে। এর সরকারি ব্ল্যাড ব্যাঙ্কের একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারী জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি পিজি হাসপাতালের ৪৮ ইউনিট প্লেটলেট তৈরির মধ্যে মাত্র ১২ ইউনিট পেয়েছে পিজি নিজে। বাকি ৩৬ ইউনিট চলে গিয়েছে অন্যত্র। তারপর আবার ৪২ ইউনিট তৈরি হলে তার ২৮ ইউনিটই চলে গিয়েছে বাইরে। রাজ্যের মেদিনীপুর, আরজিকর, মালদহ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের তৈরি প্লেটলেটের ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ চলে যাচ্ছে বাইরে। এক শ্রেণীর অসাধু ল্যাব টেকনিশিয়ান বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রুগীর স্লিপ দেখিয়ে রুগী পিছু ৪-৫ ইউনিট প্লেটলেট বিনামূল্যে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে গিয়ে বাইরে তা চড়াদামে বিক্রি করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

হৃদয়ের 'বন্ধন' রেলপথে

পার্থ ঘোষ, বারাসত : কলকাতা খুলনা 'বন্ধন' এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হল গত বৃহস্পতিবার। দিল্লি-বাংলাদেশ-কলকাতা থেকে সকাল ১১টা ১০ নাগাদ ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে ট্রেনের যাত্রাপথের সূচনা করলেন যথাক্রমে নরেন্দ্র মোদী, শেখ হাসিনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্সপ্রেস ট্রেনটি কলকাতা থেকে ছেড়ে উত্তর ২৪ পরগনা ছুঁয়ে বাংলাদেশের পেট্রাপোল সীমান্তে পৌঁছালে বহু মানুষ অভ্যর্থনা জানায়। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের প্রান্তিক স্টেশনেই অভিবাসন ও শুল্ক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে যাত্রাপথের সময়সীমা প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা কম করা সম্ভব হয়েছে। এদিনের উদ্বোধনের যাত্রাপথে কোনও যাত্রী ছিলেন না। রেলসূত্রের খবর পাকাপাকিভাবে আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে যাতায়াত আরম্ভ করবে বন্ধন। যা নিশ্চিতভাবে দুই পড়শি দেশের বন্ধনকে আরও মজবুত করে তুলবে।

রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলতে আসছে প্রয়াগ-পিনকন

পার্থসারথি গুহ : এক সারদা-রোজভ্যালিতে রক্ষে নেই। তার আবার দোসর হতে চলেছে রাজ্যের নকশায় অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটা আরও এক চিটফান্ড ঘটিত কেলেঙ্কারি পিনকনের। এমনিতে সর্ষের তেলের ব্যাপারী এই পিনকন গোষ্ঠী গত কয়েক বছর ধরে বাংলায় আলোড়ন তুলেছিল 'সুলভ' মূল্যে 'বিদেশি' মদ আমদানি করে। বস্তুত এত কম পয়সায় কার্যত দেশির দামে বিদেশি লিকারের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরে বাঙালি তো যথারীতি আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি রাজস্থান পুলিশের জালে জড়িয়ে হাজতবাস ঘটেছে পিনকন গোষ্ঠীর কর্ণধার মনোরঞ্জন রায় ও আরেক ডিরেক্টর রাজকুমার রায়ের। কিন্তু এদের গ্রেফতারির পাশাপাশি এই গোষ্ঠীর সঙ্গে মাখামাখির অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসকদলের বেশ কিছু নেতা মন্ত্রী ও পুলিশ কর্তাদের। গত বছর নোটবন্দির অব্যবহিত পরে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্তা ব্যক্তির বাতিল হয়ে যাওয়া বিপুল পরিমান ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট পিনকন গোষ্ঠীর মাধ্যমে বদল হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপির মরা গাঙে বান আনলেন মুকুল

ওঁকার মিত্র

নোটবন্দির বর্ষপূর্তিতে কালাদিবসের মিছিল সংগঠিত করতে হিমশিম এক তৃণমূল নেতা। বারবার ফোন করে অগ্রণী কর্মীদের লোকজন নিয়ে সময়ে চলে আসার বিরক্তিসূচক অনুরোধ করে হতাশ হয়ে বলেই ফেললেন, আগে এমন হত না। কর্মসূচি থাকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলে চলে আসত, এখন ডেকে ডেকে আনতে হচ্ছে। কদিন আগেই মুকুল রায় দল ছেড়েছেন। শোনা যাচ্ছে বহু কর্মী সমর্থক ভিড় করতে শুরু করেছেন মুকুলের পিছনে। মস্করা করে ওই সংগঠক নেতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বুঝছেন, মুকুলের ছাপ পড়ল নাকি? নেতাটি অপ্রস্তুত হয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন দূর! দিদি যেখানে জনতা সেখানে। অন্যরা সব ফালতু!

দলের জন্য নিবেদিত প্রাণ নেতাটি যাই বলুন, গত ৮ নভেম্বর অন্য ছবি দেখল রাজ্যের মানুষ। কালা দিবস আর উজালা দিবসের দিনভর লড়াইতে খোদ কলকাতার দু জায়গায় তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল বিজেপির কর্মীরা। দুদিনের মধ্যে এলাকায় বিজেপির ছোট-মাঝারি কর্মীদের শারীরিক ভাষা পাল্টে গিয়েছে। উল্টো দিকে অসহিষ্ণু তৃণমূল কর্মীদের সরাসরি আক্রমণ হানতে হচ্ছে বিজেপি-র সভা মঞ্চে। বেশ বোঝা যাচ্ছে মুকুলের দলবদলে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপি-তৃণমূলের। এই ধারণা যে অমূলক নয় তা জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের দুই মুখ মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্যের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রইল দলবদলের প্রভাব। তৃণমূলের নেতারা বেশ বুঝতে পারছেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার দলে মুকুলকে নিয়ে একটা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন দলের বিক্ষুব্ধ ও অবহেলিত কর্মীরা কি মুকুল মঞ্চে জড়ো হতে চাইছেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এখনই চূড়ান্ত মত না জানালেও সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাজ্যের রাজনীতির মরা গাঙে জোয়ার আনতে পারেন মুকুল রায়। ক্রমশ সাফল্যের মুখ দেখা একটা দল চালিয়ে এসেছেন তিনি।

মমতার সঙ্গে থেকে জানেন আজকের বাংলার প্রজন্ম কি চায়। জানেন কি করে জনতাকে সম্মোহিত করে রাখতে হয়। যার প্রথম চাল দিয়েছেন ১০ তারিখের ম্যাজিক। বস্তুত এদিন প্রকাশ্যে তৃণমূল ও তার পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ হেনেছেন মুকুল রায়। একইসঙ্গে এই কৌশলী রাজনীতিবিদ অভিষেকরাজ থেকে বাঁচার জন্য পুরনো সতীর্থদের একরকম আমন্ত্রণ জানিয়েও বসে আছেন। যাকে তৃণমূল ভাঙার কাজে সলতে পাকানো হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এমনকী যাঁর বিরুদ্ধে বাংলায় এখন কথা বলা প্রায় দুঃস্বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অবলিলায় আক্রমণ করতে ছাড়েননি তাঁরই একসময়ের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। প্রায় মমতাকে কপি করেই একের পর এক কাগজ দেখিয়ে উল্লোসিত করেছেন সভায় আসা দর্শকদের। যা সিপিএম কংগ্রেসের নেতারা ইদানিং স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। পাশাপাশি, এসময়ের বন্ধু তথা তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্লিন ইমেজে কালি লেপার কাজও শুরু করেছেন তিনি।

সকলেই ভাবছেন কি হয় কি হয়! তাঁদের ধারণা এমন ম্যাজিক আরও দেখাবেন মুকুল। এখন তাঁর বাড়তি সুবিধা এক জাতীয় দলের খোলা পরিসরে কাজ করার সুযোগ। ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে আরও দলবদলের পদধ্বনি। মমতার নিচুতলার ভিত কতটা মজবুত বোঝা যাবে এবার। সামনে তৃণমূলের মেজো-সেজো-বড় নেতাদের অগ্নিপরীক্ষা। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আবহে ঘর সামলানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাকে টার্গেট করে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ যে মোক্ষম চাল দিয়েছেন তাকে মোকাবিলা করাই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

বছর পেরোলেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। গ্রামের তৃণমূল স্তরে সংগঠন কতটা মজবুত তা বলে দেবে এই রাজনৈতিক লড়াই। মুকুল আগমনের প্রভাব সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে না আঞ্চলিক পরিসরে আবদ্ধ থাকবে তার কাউন্ট-ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। মিছিল সংগঠিত করার মতো ওই নেতার হতাশা যদি সত্যি হয় তাহলে তৃণমূল নেতাদের চিন্তা বাড়বে ছাড়া কমবে না। তবে প্রতিদিন পাল্টাবে বাংলার রাজনৈতিক চিত্র। রং বদলাবে প্রতিদিন। সে দিকেই চেয়ে রাজনীতির কারিগররা।

রবীন্দ্র সরোবরে রাখা কামানগুলো কি বজবজ দুর্গের?

কুনাল মালিক

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজের অদূরে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় কয়েকটি প্রাচীন কামানকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই কামানগুলি যখন সরোবর খোঁড়া হচ্ছিল তখন পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কামানগুলির ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এ ব্যাপারে কমিটি গড়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চাইছেন।

এই সংবাদের জেরে বজবজ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ আশার আলো দেখছেন। কারণ তিনি অনেক আগে থেকেই প্রাচীন কামান নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করছেন। গণেশবাবু বাম আমল থেকে চেষ্টা করছেন বজবজ শহরে নবাবী আমলে ব্যবহৃত বজবজ কেল্লার কয়েকটি কামান ফিরিয়ে এনে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে। বর্ষীয়ান গবেষক জানালেন, বিভিন্ন তথ্য নিয়ে বজবজ পুরসভার বর্তমান বোর্ডের সহযোগিতায় শীঘ্রই তাঁরা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করবেন। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ বিস্তারিতভাবে জানালেন, ''ইংরেজ বণিকদের মানদন্ড রাজদন্ড'' রূপে প্রতিষ্ঠার

সূচনা হয় এই বজবজ থেকে। ইংরেজরা বাংলা দিয়ে প্রবেশ করে সারা ভারতবর্ষে তাদের রাজ্য বিস্তার করে। বজবজের প্রাচীনত্ব বলে কিছু নেই, কিন্তু এই শহরের ইতিহাসের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। সমুদ্র পথে বাংলায় প্রথম প্রবেশদ্বার ছিল এই বজবজ। তাই মগ জলদস্যু ও বর্গির হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে রাজা প্রতাপাদিত্য অনেকগুলি দুর্গ নির্মাণ করেন, বজবজ তার মধ্যে অন্যতম। যেটির উল্লেখ পাওয়া যায়, ''বঙ্গাধিপ পরাজয়'' গ্রন্থে মানসিংহ-এর বজবজ আগমন। পরবর্তীকালে এই দুর্গ নবাবদের দখলে আসে।

ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবাব সিরাজদৌল্লা ইংরেজদের কলকাতা থেকে বিতাড়িত করে কলকাতার নামকরণ করেন আলিনগর (১৭৫৬)। ইংরেজরা কলকাতা ছেড়ে ফলতায় ডাচদের একটি পরিত্যক্ত দুর্গে আশ্রয় নেয়। মাদ্রাজ থেকে পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ ও কিছু সৈন্য সামন্ত গোলাবারুদ নিয়ে কলকাতা পুনরুদ্ধারে আসে সেই বছরই ইংরেজরা আবার কলকাতায় ফিরে আসতে পারে ভেবে, নবাব বেশ কিছু কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বজবজ কেল্লাটি প্রতিরোধ করার জন্য সুদৃঢ় রাখেন। বজবজ দুর্গ পার হতে পারলে তবেই কলকাতায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। কলকাতার পথে প্রথম নবাবী দুর্গ দখল করতে, লর্ড ক্লাইভ ও তার গোরা সৈন্য কামান বন্দুক নিয়ে বজবজের দক্ষিণে মায়াপুর গ্রামে নামেন। অপরদিকে ওয়াটসনের নেতৃত্বে যুদ্ধ জাহাজগুলি বজবজ কেল্লার মুখোমুখি নদী পথে পৌঁছায়। লর্ড ক্লাইভ যেখানে নামে সেই স্থানটি আজও ম্যাগাজিন লাইন নামে অভিহিত হয়ে আছে। বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধের নামে প্রহসন চালিয়ে বজবজের কেল্লা দখলের সুযোগ করে দিয়ে বাংলার মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের প্রথম ভিত স্থাপনের সুযোগ করে দেয় ২৯ ডিসেম্বর ১৭৫৬। এই পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকরা আপেক্ষ করে বলেছেন সেদিনের সেই যুদ্ধে নবাবের সৈন্যরা একটু দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে ইংরেজদের আর একবার হাটিয়ে দিতে পারলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য ভাবে রচিত হতো।

এরপর পাঁচের পাতায়

গুটিগুটি পায়ে বুলিশ বাজার বেড়েই চলেছে, লগ্নির আনন্দে ডগমগ ট্রেডাররা

পার্থসারথি গুহ

একটা ছোট মোচড় কি ফের দেখতে চলেছে অর্থ বাজার। অন্তত মঙ্গলবারের পড়ন্ত দুপুরে একাধারে কড়া রোদ্দুর আর অন্যদিকে শীতের নতুন হাওয়ার সংমিশ্রণে এমন একটা মনোভাব বেশ ভালোভাবেই সঞ্চারিত হতে শুরু করল শেয়ার বাজারে। মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ইতিমধ্যেই প্রায় ৮ মাস হল ৯ হাজারের ওপর পাকাপোক্ত সংসার জমিয়ে বসে গিয়েছে নিফটি। ১০ হাজারের ওপরেও বেশ কিছুদিন মৌতাতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে সেটাও মাস খানেক হল তো বটেই। অর্থাৎ আবহ সবদিক থেকেই তৈরি বুল বাজারকে সাদরে সম্বর্ধনা জানানোর। আর বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র আমেরিকা–উত্তর কোরিয়ার উত্তেজনা চরমে ওঠা বা লেম্যান ব্রাদার্সের দুর্গ ধসে পড়ার মতো খবর ছাড়া ছোটখাটো খবরকে স্রেফ পাত্তাই দিতে চাইছে না শেয়ার বাজার।

এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ২৪ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য

অর্থনীতি

আসবে। আর যেটা সবার আগে প্রয়োজন সেটা হল ধৈর্য্য ধরা। যার ফলে সহজেই উদ্ধার হওয়া যায় যাবতীয় সঙ্কটজনক জায়গা থেকে। বিশেষ করে যাঁরা শেয়ার কেনার পর দাম বাড়ছে না বলে আপশোস করেন তাঁদের জন্য এটাই থিম হওয়া উচিত, সবুর কা ফল মিঠা হোতা হ্যায়।

শেয়ার বাজার যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখন ফার্মা কাউন্টারগুলি কিন্তু তাঁদের লাইফ–লো তথা খারাপ অবস্থা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তখন এদের মধ্যে যারা পরিচিত নাম সেই সান ফার্মা, সিপলা, ওখহার্ড, স্ট্রাইডস অ্যাকরোল্যাব প্রভৃতি নামজাদা শেয়ার কেনার অবস্থায় চলে এসেছে। এমতাবস্থায় যথারীতি শেয়ার বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ দাবি করছেন এখনও ওষুধের শেয়ার কেনা থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু আদতে এত লোভনীয় ও আকর্ষক দামে চলে আসা ফার্মা কাউন্টারের শেয়ার থেকে আপনার বা আমার মুখ ফিরিয়ে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে? আর যদি সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে ওষুধের অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে ফার্মা শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এখনই কী নিচের দামে চলে আসা ভালো ওষুধ কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলা উচিত? এক্ষেত্রে উত্তর হল এখন যদি আপনার ২০০ ফার্মা শেয়ার কেনার অবস্থা থেকে তো এই জায়গায় অন্তত ১০০ টা কিনে ফেলতেই পারেন। তাহলে বাকিটা কবে কিনবেন? সেটারও উত্তর হাতের সামনে রয়েছে। টার্গেটে থাকা বাকিটা ওষুধ কাউন্টার কিনুন একটা কারেকশন সংঘটিত হওয়ার পর।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১০ হাজারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। এবার ১০ হাজার ভাঙবে কিনা এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ৯ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়।

ডব্লু বি সি এস পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্য সরকারে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১০ থেকে ৩০ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস ও বিভাগে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ করা হবে। ডব্লু বি সি এস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবেন পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : ২৪/২০১৭। দুই পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে কলকাতা–সহ রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে। দার্জিলিং জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থী এবং দার্জিলিং সদর, কালিম্পং ও কার্শিয়াং সাব ডিভিশনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র দার্জিলিং পরীক্ষাকেন্দ্রেই হবে। তবে মেন পরীক্ষা সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই কলকাতায় হবে। পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে কমিশনের অফিসে।

এই পরীক্ষায় বসার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। তাছাড়া বাংলা পড়তে, লিখতে, বলতে জানতে হবে। তবে নেপালি যাঁদের মাতৃভাষা, তাদের বাংলা না জানলেও চলবে। ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা চারটি গ্রুপে বিন্যস্ত। গ্রুপগুলি হল 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি'। একজন প্রার্থী একটি আবেদনপত্রে চারটি গ্রুপের জন্যই দরখাস্ত করতে পারেন।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে বয়স হতে হবে। 'এ' গ্রুপের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে, 'বি' গ্রুপের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে এবং 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বয়সের পশ্চিমবঙ্গের তালিকাভুক্ত তফসিলিরা ৫ এবং বি সি প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা অন্তত ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা থাকলে এবং ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। অন্যান্য রাজ্যের সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের সাধারণ প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে। বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে কেবলমাত্র মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেটকেই গণ্য করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বয়স ছাড়ের কোনও অতিরিক্ত সুবিধা নেই।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ডব্লু বি সি এস পরীক্ষার্থীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন।

কোন গ্রুপে কোন চাকরি

'এ' গ্রুপ : নিয়োগ হয় এইসব সার্ভিসে : ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ), ওয়েস্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিস, ওয়েস্ট রেঙ্গল এক্সাইজ সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল কো–অপারেটিভ সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইস সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস (এমপ্লয়মেন্ট অফিসার টেকনিক্যাল বাদে), ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভেনিউ সার্ভিস।

'বি' গ্রুপ : ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস।

'সি' গ্রুপ : সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট কারেকশনাল হোম, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোম, জয়েন্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট অ্যান্ড রেভেনিউ সার্ভিস (গ্রেড–ওয়ান), অ্যাসিস্ট্যান্ট কমর্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল রেভেনিউ অফিসার (ইরিগেশন), চিফ কন্ট্রোলার অব কারেকশনাল সার্ভিসেস।

'ডি' গ্রুপ : ইনস্পেক্টর অব কো–অপারেটিভ সোসাইটিজ, পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার আন্ডার দ্য পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুর‌্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার আন্ডার দ্য রিভিউজি রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট।

কাজের খবর

প্রার্থী বাছাই : ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা মোট তিনটি পর্বে হয়। প্রথম পর্বে আছে অবজেক্টিভ টাইপ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। মনে রাখবেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র একটা স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল হলে লিখিত মেন পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র মেলে। মেন পরীক্ষায় সফল হলে নেওয়া হয় তৃতীয় পর্যায়ের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। মেন এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে সফলতার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হয়।

কিছু শর্ত : ডব্লু বি সি এস পরীক্ষায় কতগুলি গ্রুপে আবেদন করতে হলে অতিরিক্ত যোগ্যতার প্রয়োজন : (ক) ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ 'বি' : আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট শারীরিক মাপজোক চাই। পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১.৬৫ মিটার, মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১.৫০ মিটার। গোর্খা ও উপজাতি প্রার্থীরা উচ্চতায় নিয়মানুসারে ছাড় পারেন। (খ) অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল রেভেনিউ অফিসার (গ্রুপ 'সি') : একেবারে প্রান্তিক অঞ্চলে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। (গ) ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস (গ্রুপ 'সি') : অন্ধ, মূক ও বধির প্রতিবন্ধীদের হোমে যেহেতু কাজ করতে হবে, তাই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযুক্ত ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। যদি তা না থাকে তাহলে চাকরি পাওয়ার পর এই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। (ঘ) ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট অ্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস, গ্রেড ওয়ান (গ্রুপ 'সি') : বাংলায় লিখতে, পড়তে ও কথা বলতে জানতে হবে। চাকরি পাওয়ার পর অন্তত ৬ মাসের প্রশিক্ষণ নেওয়ার শর্তে চাকরি হবে। প্রশিক্ষণের শেষে পরীক্ষায় সফল না হলে চাকরি থাকবে না।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbonline.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১০ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও কালো কালির সই আপলোড করতে হবে।

দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন' করতে হবে। তবে কোনও প্রার্থী যদি আগে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আয়োজিত কোনও চাকরির পরীক্ষার দরখাস্তের ক্ষেত্রে 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন' করে থাকেন, তাঁকে আর দ্বিতীয়বার এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে না। আগেকার রেজিস্ট্রেশন আই ডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমেই অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

পরীক্ষার ধরনধারণ

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা : প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় একটিই পেপারের উত্তর দিতে হবে। থাকবে 'জেনারেল স্টাডিজ' বিষয়ে ২০০টি মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : (১) ইংলিশ কম্পোজিশন, (২) জেনারেল সায়েন্স, (৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (কারেন্ট ইভেন্টস), (৪) ভারতের ইতিহাস, (৫) ভারতের ভূগোল (এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল গুরুত্ব পাবে), (৬) ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতি, (৭) ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও (৮) সাদারণ মানসিক দক্ষতা। স্নাতক মানের প্রশ্ন আসবে। প্রত্যেক বিষয়ে নম্বর ২৫। মোট নম্বর ২০০। সময় আড়াই ঘন্টা।

মেন পরীক্ষা : মেন পরীক্ষায় থাকবে ৬টি কম্পালসারি পেপার এবং ১টি অপশনাল সাবজেক্ট (শুধুমাত্র গ্রুপ 'এ' এবং গ্রুপ 'বি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে)। অপশনাল সাবজেক্টে থাকবে ২টি পেপার। প্রতিটি কম্পালসারি এবং অপশনাল সাবজেক্টের পেকারের পূর্ণমান ২০০। সময় ৩ ঘন্টা করে।

কম্পালসারি পেপার : ৬টি কম্পালসারি পেপারের মধ্যে পেপার–ওয়ান এবং পেপার–টু–এর ক্ষেত্রে কনভেনশনাল টাইপ লিখিত পরীক্ষা হবে। এছাড়া অন্য চারটি কম্পালসারি পেপারের ক্ষেত্রেও এম আর শিটে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

পেপার–ওয়ানে নেওয়া হবে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালির মধ্যে যে কোনও একটি ভাষায় পরীক্ষা। থাকে লেটার রাইটিং বা ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, ইংরেজি থেকে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি ভাষায় ট্রানস্লেশন।

পেপার–টু–তে আছে ইংরেঝিতে লেটার রাইটিং/ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি থেকে ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন।

পেপার থ্রি–তে, আছে জেনারেল স্টাডিজ–ওয়ান : (১) ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি উইথ স্পেশ্যাল এমফ্যাসিস অন ন্যাশনাল মুভমেন্ট, (২) জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া (এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল গুরুত্ব পাবে)।

পেপার–ফোর–এ আছে জেনারেল স্টাডিজ–টু : (১) সায়েন্স অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, জেনারেল নলেজ এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স।

পেপার–ফাইভ–এ আছে দ্য কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইনক্লুডিং রোল অ্যান্ড ফাংশানস অব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

পেপার সিক্স–এ আছে অ্যারিথমেটিক এবং রিজনিংয়ের ওপর প্রশ্ন।

মনে রাখতে হবে 'এ' ও 'বি' গ্রুপের প্রার্থীরা ৬টি কম্পালসারি পেপার এবং একটি অপশনাল সাবজেক্টের দুটি পেপারের পরীক্ষা দেবেন। 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের প্রার্থীরা শুধুমাত্র ৬টি কম্পালসারি পেপারের পরীক্ষা দেবেন।

ভাষার পেপার ছাড়া বাকি সমস্ত কম্পালসারি এবং অপশনাল বিষয়ের উত্তর বাংলা বা ইংরেজিতে লেখা যাবে। সংস্কৃত বিষয়ের উত্তর দেবনাগরী বা বাংলা হরফে লেখা যাবে। সাঁওতালি বিষয়ের উত্তর লিখতে হবে অলচিকি লিপিতে। তবে একই পেপারের একাধিক ভাষায় উত্তর লেখা যাবে না। মাল্টিপল চয়েস গ্রুপের ক্ষেত্রে ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে।

পার্সোন্যালিটি টেস্ট : মেন পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী চারটি গ্রুপেরই নির্বাচিত কিছু প্রার্থীকে ডাকা হয় পার্সোন্যালিটি টেস্টে। গ্রুপ 'এ' ও 'বি'–এর ক্ষেত্রে পার্সোন্যালিটি টেস্টে থাকবে ২০০ নম্বর। গ্রুপ 'সি'–এর ক্ষেত্রে ১৫০ নম্বর এবং গ্রুপ 'ডি'–র ক্ষেত্রে ১০০ নম্বর।

কোন গ্রুপে কত নম্বরের পরীক্ষা : গ্রুপ অনুযায়ী মেন পরীক্ষার নম্বরের বিন্যাসে এরকম : গ্রুপ 'এ' এবং 'বি'–এর জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০ (২০০×৬), একটি অপশনাল সাবজেক্টের দু'টি পেপার ৪০০ (২০০×২) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ২০০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৮০০ (১,৬০০+২০০)।

গ্রুপ 'সি'–র জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০ (২০০×৬), এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ১৫০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৩৫০ (১,২০০+১৫০)।

গ্রুপ 'ডি'–র জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০ (২০০×৬) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ১০০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৩০০ (১,২০০+১০০)।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। পাঠকদের সুবিধার্থে গত বছর পর্যন্ত ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা যে পদ্ধতিতে নেওয়া হয়েছে এবং যে–প্রক্রিয়ায় সাধারণ পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে, তা–ই এখানে বিশদে জানানো হল। এবারের বিজ্ঞপ্তিতে ডব্লু বি সি এসের আবেদনপ্রক্রিয়া, পরীক্ষা পদ্ধতি সহ কোনও বিষয়ে কোনও পরিবর্তন হয়ে থাকলে পরবর্তী সংখ্যায় তা জানানো হবে। আগ্রহীরা নজর রাখুন এই ওয়েবসাইটে : www.pscwb.org.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ নভেম্বর – ১৭ নভেম্বর, ২০১৭

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

শব্দবার্তা ৫৩

১	২		৩		■	৪	৫
■		■		■	৬	■	
■	■	■	৭			■	
৮		৯		■		■	
	■		■	১০			
	■	১১			■	■	■
	■		■		■	১২	■
১৩		■	১৪				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সহজেই নত স্বীকারের ভাব ৪। কুৎসিত, জঘন্য ৭। এতে গরমিল? ৮। বৃথা উক্তি ১০। সিদ্ধ করবার পাত্র ১১। দেহ ১৩। নতুন, নব ১৪। প্রতারক।

উপর–নীচ

২। বাদানুবাদ ৩। হাতির ডাক ৫। ভারতে দিনেমারদের এখানেই ছিল প্রধান ঘাঁটি ৬। বাজে খরচ ৮। হত্যাকারীকে বধ ৯। আবেদন, দরখাস্ত ১০। শীতের এক সবজি ১২। পিতা।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫২

পাশাপাশি : ১। ঠাকুরবাড়ি ৩। কচু ৫। রদ ৭। বটে ৯। কলি ১০। রসুল ১১। কাগজ ১৩। সরি ১৪। মার ১৬। বপ্র ১৮। জল ১৯। রক্তপরীক্ষা।

উপর–নীচ : ১। ঠাহর ২। বাসব ৪। চুকলি ৬। দরকারি ৮। টের ৯। কলরব ১২। জমা ১৩। সহজ ১৫। রক্তাক্ত ১৭। প্রতীক্ষা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** — হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** — শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** — কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** — পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** — গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** — দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** — রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** — শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** — অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** — ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল — ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ — ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক — ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বোড়ালে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনারপুর থানার অন্তর্গত বোড়ালে বাঘের ঘোল এলাকায় রাতে তিন বন্ধু মিলে মোটরবাইকে চেপে ঘুরতে বেরিয়েছিলো। প্রথমজন আকাশ দাস দ্বিতীয় কৌশিক(১৮) বিট্টু(১৯)। জনমানব শূন্য রাতে দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে মৃত্যু ঘটলো আকাশ দাস (১৮)। সেদিন ঘটনাটা ঘটে ডিঙ্গলপোতা গব্রামে হোগলকুড়িয়া এলাকায় গ্রিন ভ্যালির কাছে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে একটি গাছের সঙ্গে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় আকাশ ও কৌশিক। বিট্টু বেঁচে যায়। আকাশের শরীরে সব চেয়ে বেশি আঘাত লাগে। এই দুজন কে পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আকাশের মৃত্যু হয়। কৌশিকের এখনও চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

পুরীর পথে দুর্ঘটনায় মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি চন্দননগর : চন্দননগর পুর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী গত রবিবার (৫ নভেম্বর) সকালে সপরিবারে পুরী বেড়াতে যাওয়ার পথে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মেয়রের গাড়ির চালক

দেবার্থ মুখার্জী ওরফে বুবলাইয়য়ের (৪২)। গুরুতর আহত গাড়ির অন্য ১১ জন সওয়ারি। ঘটনাটি রবিবার দুপুরে ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে জলেশ্বর এলাকার হাইরোডে ঘটে। আহত ১১ জনকে জলেশ্বর ও বালেশ্বরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মেয়র রাম চক্রবর্তী সপরিবার ছুটি কাটাতে দুটি গাড়িতে করে পুরীর উদ্দেশ্যে বেরোন। দুটি গাড়িতে চালক সহ মোট ১২ জন ছিলেন। প্রথম গাড়িতে ছিলেন রামবাবু, স্ত্রী রুনু চক্রবর্তী, ভাই লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, ভাইয়ের বৌ কল্পনা, পুত্রবধূ সিংপা, ভাইপো অর্ণব এবং পিসির মেয়ে সৌমি প্রসাদ। সেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন দেবার্থ। অপর গাড়িতে ছেলে সুমন চক্রবর্তী ও স্ত্রী প্রিয়া চক্রবর্তী দিদি রেণুকা চক্রবর্তী এবং বোন কল্পনা অধিকারী সওয়ারী ছিলেন। ওড়িশার জলেশ্বরের কাছে তাঁদের একটি গাড়ি পাংচার হয়ে যায়। স্টেপনি পাল্টাতে রাস্তার পাশে গাড়ি দুটিকে দাঁড় করিয়ে স্টেপনি বদলের কাজ চলছিল। ঠিক তখনই পিছন থেকে একটি মাছ বোঝাই বিরাট ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে পর পর দুটি গাড়িকেই। ধাক্কায় দুটি গাড়ি ছিটকে পড়ে রাস্তার পাশে। দুটি গাড়ির সকলকেই জলেশ্বর এবং বালেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পৌঁছায় চন্দননগরে। মেয়র রাম চক্রবর্তীর মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। এছাড়া সকলেই গুরুতর আঘাত পেলেও চিকিৎসা চলছে পুরোদমে।

তরুণীকে অপহরণে ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার সোনারপুরের এক তরুণী ব্যাঙ্গালোরে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে ছুটিতে বাড়ি ফিরছিল। বাড়ি ফেরার পথে চার জন বছর ২০–২৫এর যুবক তরুণীকে তুলে নিয়ে যায় এবং প্রাক্তন প্রেমিক যুবতীকে শ্লীলতাহানী করে। বাধা দিতে গেলে প্রাণে মারার হুমকি দেয় । এক প্রতিবেশীর সাহায্যে তরুণীকে উদ্ধার করে গুরুতর জখম অবস্থায় সুভাষগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা রেফার করেন কলকাতার এম,আর বাঙ্গুরে। সেখানে রাতভোর চিকিৎসার পর সোমবার সকালবেলা বাড়ি ফেরে ওই তরুণী। সোনারপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে চার যুবককে । চারজনের নাম অরিজিৎ নস্কর, মিহির বিশ্বাস, সুমন মন্ডল, সঞ্জিত বিশ্বাস।

বিষ মেশানো মদে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে খেয়াদহ ২নং পঞ্চায়েতে ক্ষুদিরামবাদ ব্লক–২এর শ্রীজনী পার্ক এলাকায় বিষ মেশানো বিয়ার খেয়ে মৃত্যু হল অমিত যাদব (নীতু) নামে এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটে ২২ অক্টোবর রাতে । এলাকা সূত্রের খবর— অজয় মন্ডল নামে ২০ বছরের এক যুবক প্রতিদিন উত্তপ্ত করত সন্দীপ মৃধার স্ত্রীকে।

এর প্রতিবাদ করায় অজয় বিয়ারে বিষ মিষিয়ে অমিত যাদবকে দিয়ে পাঠায় আর বলে দেয় এই বিয়ার সন্দীপ মৃধাকে খাওয়ানোর জন্য। কিন্তু ২০ থেকে ২২ বছরের বয়সী চারজন যুবক সেই মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চারজন কে হাসপাতালে ভর্তি করান হয়। তারক দাস ও লিটন মিস্ত্রি সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরে। বাকি দুজনের মধ্যে শ্রীরাম ধারা গুরুতর অবস্থায় ভর্তি আছে মুকুন্দপুর দেবী শেঠি হাসপাতালে এবং অমিত যাদবের মৃত্যু হয় যাদবপুরের কেপিসি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানান বিয়ারে বিষ মদ লিভারে গিয়ে ফুসফুসে এসেছে । ওকে আর বাঁচানো গেল না। এই ঘটনায় অজয় মন্ডলের শাস্তির দাবি করে এলাকাবাসীরা। এলাকার বাসিন্দারা সোনারপুর থানায় একটি ডায়েরি করেছেন বলে জানা গিয়েছে। দুদিন বাদে অর্থাৎ ৪ নভেম্বর সোনারপুর থানার পুলিশ এসে গ্রেফতার করে অজয় মন্ডলকে। ৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এরপর জেল হয়ে যায় ৩০৭–৩২৮ ধারায়। মৃত্যুর পর অজয় যাদবের বাড়ির সদস্যরা ডেথ সার্টিফিকেটের কাগজপত্র থানায় এসে জমা দেয়, এরপর সোনারপুর থানা খুনের মামলা রুজু করে। অমিত যাদবের বাবা বিনয় যাদব উপযুক্ত শাস্তি চায় তার ছেলের মৃত্যুর জন্য। খেয়াদহ পঞ্চায়েত–২ নং সদস্য অজিত মাকাল বলেন, আমার বিনীত অনুরোধ যেন উপযুক্ত শাস্তি হয় । এছাড়া কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় বলেন বেশ কিছু পার্টির রাজনৈতিক নেতারা অজয় মন্ডলকে ছাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গ্রামের পুকুর থেকে কুমীর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–প্রত্যন্ত গ্রামের পুকুরে স্নান করার সময় কুমীরের হামলা থেকে প্রাণে বাঁচলেন এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার সোনাখালীর ৬ নং শিকারী পাড়া গ্রামে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে পুকুরে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে কুমীরটিকে ধরে। আতঙ্কিত মহিলা ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কুমীরটিকে আপাতত ঝড়খালি বাঘ উদ্ধারাশ্রম কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ে সামান্য জখম হওয়ায় প্রাথমিক চিকিসার জন্য কুমীরটিকে আটক রাখা হয়েছে। সুস্থ হলে আবার নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বনদফতর সুত্রে জানা গেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা বনবিভাগের ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার তৃপ্তি সাহা বলেন, নদী থেকে একটি কুমীর কোনভাবে লোকালয়ে চলে এসে পুকুরে আশ্রয় নিয়েছিল। স্নান করার সময় মহিলাদের উপর হামলা চালিয়েছে। আমাদের বনদফতরের কর্মীরা অনেক কষ্টে কুমীরটিকে ধরেছে। কুমীরটিকে গভীর জঙ্গলের কোন নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে। বনদফতর ও স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে বেশকিছু দিন আগে জোয়ারের সময় মাতলা নদীতে জল বাড়ায় একটি কুমীর ভেসে বাঁধ টপকে লোকালয়ে চলে এসে পুকুরে আশ্রয় নেয়।

কল্যাণী মন্ডল নামে এক মহিলা এদিন বলেন পুকুরে হাঁস চড়ত। প্রতিদিন একটি একটি করে হাঁস কমতে থাকে। পুকুরের জল ঘোলা হয়ে যেত কারণ জানতে পারছিলাম না। ভাবতাম বিশাল বড় মাছ আছে। আবার মাঝে মাঝে কাঠের মতো কিছু একটা ভাসতে দেখে গুরুত্ব দিইনি। এদিন স্নান করার জন্য পুকুরে নামতেই একটি কুমীর আমার সামনে ভেসে ওঠে হাঁ করে। ভয়ে আমি আমার গামছা দিয়ে কুমীরের চোখ চাপা দিয়ে লাফিয়ে ডাঙায় উঠে এসেছি। এরপর কল্যানী দেবীর চিৎকারে পাড়ার লোকজন জড়ো হয়। কুমীরটিকে ধরার জন্য বনদফতর কে খবর দেওয়া হয়। এরপর জাল দিয়ে ঘন্টাদেড়েকের চেষ্টায় কুমীরটি ধরা পড়ে। মাতলা ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার নীলরতন গুহ কুমীরটি ধরা পড়ার পর বলেন, ৭ফুট৭ইঞ্চি লম্বা কুমীর টি পুরুষ। ধরাধরি করার সময় সামান্য জখম হয়েছে। তবে শারীরিক ভাবে সুস্থ আছে। কুমীরটি ধরার জন্য গ্রামবাসীরা খুব আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

গোসাবা–গদখালি সেতু অথৈ জলে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের গোসাবা–গদখালি সেতু অথৈজলে। সুন্দরবনের বিদ্যানদীতে পাকা সেতুর জন্য পরিকল্পনা করে রাজ্য সরকার। আবার সেতু তৈরির জন্য বিনা খরচে গ্রামবাসীদের থেকে জমি নিতে চাইছে। ফলে গ্রামবাসীরা জমি দিতে না চাওয়ায় সেতুর কাজ শুরু করতে পারছে না পূর্ত দফতর। এদিকে আবার জোর করে জমি নিতে চাইলে জমির মালিকরা আদলতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশে সেতুটি তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, ২ বছরের মধ্যে গদখালি সেতুটি তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে মাস চারেক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও জমির জটিলতা কাটানো সম্ভব হচ্ছে না। কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেতুর কাজ সম্পন্ন করা যাবে তা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তায় আছি। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গোসাবা ও বাসন্তীর মাঝে বিদ্যানদীর উপর পারাপারের সমস্যা মেটাতে গদখালি সেতু নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম সুন্দরবন সফরে এসে গোসাবার বিডিও মাঠে এক সভায় প্রকাশ্যে গদখালি সেতুটি তৈরির জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেতুটির জন্য ইতিমধ্যে ২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। সেতুটির নির্মাণ করার জন্য পূর্ত দফতরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তদারকিরর ভার দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদকে। গদখালি সেতুর জন্য প্রয়োজন জমি।

এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি রাজ্য সরকার বিনামূল্যে জমি নিতে চাইছে। কিন্তু তারা কোনওভাবে জমি দিতে রাজি নন। বর্তমান বাজারদর অনুসারে জমির প্রাপ্য মূল্য পেলে জমি দিতে রাজি। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে সরকারিভাবে জমির মালিকদের হাতে একটি করে আবেদনপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে স্বাক্ষর করে বিডিও অফিসে জমা দিতে বলা হয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে, জমিদাতা স্বেচ্ছায় রাজ্য সরকারকে জমিদান করছেন। কিন্তু তাতে কেউই রাজি হচ্ছেন না। আবেদনপত্র ও জমা দিচ্ছেন না জমি মালিকরা। আবার স্থানীয় মসজিদবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কয়েকদিন ধরে মাইকে ঘোষণা করে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য প্রচার চালানো হয়। এই ঘটনায় জমি মালিকরা এককাট্টা হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা আদালতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। জমিদাতাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার সেখানে সেতু তৈরি করেছে, সেখানে প্রয়োজনে জমি নিয়েছেন। কিন্তু জমি মালিকদের ন্যূনতম মূল্য দিয়েছেন।

এখানে সরকার কোনও মূল্যই দিতে রাজি নয়। সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই নিতে চাইছে। তা নিয়েই জটিলতা তৈরি হয়েছে। সরকারি পরিকল্পনা ছিল, এক কিমি দীর্ঘ গদখালি সেতু তৈরি হয়ে গেলে সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকরা গাড়ি করে কলকাতা থেকে সরাসরি সুন্দরবনে চলে যেতে পারবেন। কম সময়ে পাখিরালয় পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছে যেতে পারবেন। এছাড়াও রাঙাবেলিয়া, কুমীরমারী, সাতজেলিয়া, লাহিড়ীপুর, জেমসপুর, মোল্লাখালি, সোনাগাঁ ও মথুরাখন্ড সহজেই খুব কম সময়েই নদী পারাপার করে সড়কপথে ক্যানিং বা কলকাতায় যাতায়াত করতে পারবেন। এবং এলাকায় দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে। নতুন সেতু নির্মাণ হবে এই খবর শুনে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষজন আনন্দিত হয়েছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দুহাত তুলে আশীর্বাদও করেছিলেন। সবই ঠিকঠাক ছিল। জমি দেওয়ার জন্য জমিদাতারাও স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বিনামূল্যে জমি নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে। তখনই বেঁকে বসেছেন জমি মালিকরা। রাজ্য সরকারকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন জমি মালিকরা।

গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, আমরা সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনা করেছিলাম বেশ কিছু মানুষ জমি দেওয়ার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছেন আর অন্যান্যরা খুব তাড়াতাড়ি দেবেন বলে আশা করা যায়।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, বরাদ্দ টাকার মধ্যে জমি কেনার টাকা ধরা নেই ফলে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।''

এমনই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গদখালি সেতু নির্মাণের কাজ অথৈ জলে।

১৪ কোটির মাদক সহ গ্রেফতার বিদেশিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দমদম : ২০১৫ সালের স্মৃতি উসকে আবার দমদম বিমানবন্দরে গ্রেফতার করা হল মাদক চক্রের এক বিদেশিনী পাচারকারীকে। তবে ২০১৫ সালে গ্রেফতার হয়েছিল যেমন ইউরোপের দুজন মহিলা, এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন লাতিন আমেরিকা। বছর পয়তাল্লিশ এর সসেডো চাও ইয়েনি নামে বলিভিয়ার এই নাগরিককে মাদক পাচার কাণ্ডে বুধবার গ্রেফতার করে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর (এনসিবি) আধিকারিকরা। গোয়েন্দা সূত্রে খবর সাও পাওলো থেকে কলকাতাগামী উড়ানে আসছিলেন সসে ডো হয়েনি। সঙ্গে

ছিল ২ কেজির কোকেন। দমদম বিমানবন্দরে নামার সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এনসিবির আঞ্চলিক অধিকর্তা দিলীপ শ্রীবাস্তব জানান 'অনুসন্ধান করে প্রথমে পাওয়া না গেলেও অভিযুক্তার ট্রলি ব্যাগের গোপন চেম্বার থেকে মাদক পাওয়া যায়। বর্তমানে যার বাজার মূল্য ১৪ কোটি টাকা।' এর আগে মাদক পাচার করতে গিয়ে মাদ্রিদেও ধরা পড়ে সে। জেলও হয় ৪ বছর। শুধুমাত্র স্প্যানিশ ভাষা জানায় দোভাষী এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের মতে খবর চেন্নাই বা মুম্বাই বিমান বন্দরে নজরদারির কড়াকড়ি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে যাওয়ায় সম্ভবত কলকাতাকেই বেছে নিচ্ছে পাচারকারীরা। আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের সাথে কেন ভারতীয়রাও যুক্ত হয়ে পড়ছে বারবার। গোয়েন্দারা সে বিষয়েও নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভুয়ো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নামে টাকা তুলে যুবক ধৃত ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং ঃ–দীর্ঘপ্রায় তিন বছর ধরে সঠিক ভাবে চলছিল প্রতারণার কাজ। বুধবার রাতে ক্যানিং ষ্টেশনে ধরা পড়ে গেল প্রতারণা চক্রের মুলপান্ডা রাকেশ কুমার রায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরের দেশবন্ধু পার্কের রাজা রামমোহন রায় নামে একটি স্বেচ্ছাসেবীর নামে দুঃস্থ,ক্যানসার আক্রান্তদের সাহায্য করার নাম করে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার খড়দহ থানার ঈশ্বর চৌধুরী রোডের বাসিন্দা রাকেশ কুমার রায়ের টাকা তোলাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কোনও সংস্থাই নেই রাকেশের। দীর্ঘ দিন এভাবে ক্যানিং ষ্টেশনে দুঃস্থদের জন্য টাকা তুলতে দেখে একাধিক বার সুভাষ দাস নামে জনৈক এক ব্যাক্তি অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন রাকেশ নামে প্রতারক যুবককে। এদিন সুভাষ বাবু ক্যানিং ষ্টেশনে এসে জানতে পারেন, রাকেশ এবং ওর দুজন সঙ্গী দুঃস্থদের সাহায্য দেওয়ার নাম করে টাকা তুলে দুপুরে হোটেলে গিয়ে

ফূর্তি করে মাংস ভাত খেয়ে আবার কালেকশান শুরু করেছে।

সুভাষবাবু প্রথমে রাকেশের কাছে জানতে চান, আপনাদের সংস্থা যেসব দুঃস্থদের কে সাহায্য করে সেগুলোর প্রমাণ কি আছে দয়া করে একটু দেখান। রাকেশ এই কথাশুনে উত্তেজিত হয়ে মেজাজ দেখাতে থাকলে ভিড় জমে যায় ক্যানিং ষ্টেশনচত্বর। পাবলিক প্রতারক রাকেশকে মারার জন্য উদ্যত হলে ক্যানিং জিআরপি এসে রাকেশ কে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ধরা পড়ে যায় রাকেশের প্রতারণার ধান্দাবাজি। রাকেশের সাথে থাকা দুজন পরিস্থিতি দেখে সুযোগ বুঝে কেটে পড়ে । রাকেশ জানায় এই ভাবে প্রতারণার কাজে ভালো আয় আছে । ফলে আয় বাড়ানোর জন্য চুক্তি ভিত্তিক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কে কাজে লাগানো হতো ষ্টেশনে ষ্টেশনে।

প্রতারক রাকেশ কুমার রায় পাবলিকের কাছে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বলে আর কোনওদিন এমন অবৈধ ভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে প্রতারণা করবো না। পরে অবশ্য পাবলিকের অনুরোধে রাকেশ কে মুচলেকা লিখিয়ে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

স্থানীয় দীনবন্ধু ঘরামী, কালীদাস দেবনাথরা বলেন, এই ভাবে প্রায় প্রতিদিন ক্যানিং ষ্টেশন চত্বরে কালেকশান চলে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম করে। পুলিশ যদি একটু সজাগ হয় তাহলে এমন প্রতারণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ছবি : প্রতারক রাকেশ

ট্রেন অবরোধ করে যাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ লোকাল ট্রেনে অতিরিক্ত মহিলা কামরা তুলে দেওয়ার দাবিতে ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন নিত্যযাত্রীরা। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার তালদিতে। এদিন শিয়ালদহ গামী ৭টা২২ এর ট্রেনটি ক্যানিং ষ্টেশন ছেড়ে তালদি ষ্টেশনে ঢোকার মুখেই যাত্রীরা রেললাইনে শুয়ে পড়লে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মের অর্ধেক ঢোকার পর দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় তিন ঘন্টা অবরোধ চলায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে ক্যানিং শাখায়। আচমকা ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েন নিত্যযাত্রী রা। পরে পুলিশ এসে অবরোধ তুললে সাড়ে দশটা থেকে ট্রেন চলাচল করে।

পুলিশ ও নিত্য যাত্রীদের কাছ থেকে জানা গেছে প্রতিটি ট্রেনের সামনে ও পিছনে দুটি মহিলা কামরা থাকে। মাঝে একটি কামরার কিছু অংশ থাকে প্রতিবন্ধীদের জন্য। বুধবার বিকাল থেকে প্রতিবন্ধী কামরাটি মহিলা কামরা

করে দেওয়া হয়েছে। আচমকা মহিলা কামরা ঘোষণা হওয়ায় বিপাকে পড়েন নিত্য যাত্রীরা। আর তাতে করে ক্ষোভ বাড়ে। ওই অতিরিক্ত কামরা তুলে দিয়ে জেনারেল কামরা করার দাবিতে এদিন ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান যাত্রীরা। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় পুরুষদের ওঠা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। আবার জেনারেল টিকিট থাকা স্বত্তেও কেউ যদি ভেন্ডার কামরায় উঠে পড়েন তাঁকে জরিমানা করা হয়। একই শাস্তি মহিলা কামরায় উঠে পড়লেও। বুধবার একই ভাবে ভুল করে নতুন চালু হওয়া মহিলা কামরায় উঠে পড়লে অনেক কে জরিমানা দিতে হয়েছে এমনকি পুলিশে কাছে হেনস্থা হয়ে মার খেতে হয়েছে। দিনের পর দিন যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে। পুরষ কামরা আরো বাড়ানো দরকার। তা না করে মহিলা কামরা বাড়িয়ে পুরুষ যাত্রীদের কে আরো সমস্যায় ফেলছে বলে অভিযোগ। তাঁদের দাবি, মহিলারা পুরুষ কামরায় উঠে অনায়াসেই যাতায়াত করেন এতদিন কোন সমস্যা হয়নি। এখনও হবেনা।

উল্লেখ্য বিগত কয়েক মাস আগে মহিলা রেলযাত্রী সমিতির পক্ষ থেকে মহিলাদের ট্রেন কিংবা কামরার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রেল কর্তৃপক্ষ কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। রেলের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয় গত ২৯ অক্টোবর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রতিটি ট্রেনে একটি করে মহিলা কামরা বাড়ানো এবং ভেন্ডার কামরা কমানোর বিষয়ে জানানো হয়েছিল। তবে পুরুষ যাত্রীদের সমস্যার কথা গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করবে বলে আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে।

তৃণমূলের কালা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ নভেম্বর দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–১ ও ২ নম্বর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে মোদী সরকারের হাজার ও পাঁচশো টাকার নোট বাতিলের প্রতিবাদে কালা দিবস পালন করা হয়। বজবজ–১ নম্বর ব্লকে কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য, বিধায়ক অশোক দেব ও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই কর্মসূচিতে নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুলের চিতাগ্নি করা হয়, রীতিমতো হিন্দু আচার মেনে। বজবজ–২ নম্বর ব্লকে নোদাখালি থানার মোড় থেকে ডোঙারিয়া–চৌরাস্তা মোড় পর্যন্ত একটি বিশাল মিছিল করা হয়। ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, ব্লক তৃণমূল সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, দেবপ্রসাদ মিত্র, কানাই সাঁতরা, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ বাপী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তাপন চক্রবর্তী।

এটিএম–এর অভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালিতে কোনও ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টার না থাকায় জনগণের সমস্যা হচ্ছে। অথচ বজবজ–২ নম্বর ব্লকের নোদাখালি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে থানা, ব্লক অফিস, ভূমি ও ভূমিসংস্কার, কৃষি, পঞ্চায়েত, প্রাণীসম্পদ সহ বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। ব্যবসা–বাণিজ্য সহ নানা আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে নোদাখালিতে। নোদাখালির অদূরে চকদৌলতে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টার থাকলেও অধিকাংশ সময় সেটা বন্ধ থাকে। বাধ্য হয়ে জনসাধারণকে বাখরাহাট–মুচিশা কিংবা ডোঙাড়িয়ায় যেতে হয়। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, তিনি শীঘ্রই এ ব্যাপারে কয়েকটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলবেন।

স্ত্রীকে নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি

পার্থ ঘোষ, বসিরহাট : স্ত্রী অনেকদিন ধরেই স্বামীর কাছে আবদার করত বেড়াতে যাওয়ার। স্বামীও স্ত্রীকে বলত মামার বাড়ি বেড়াতে আসার কথা। সেই মতো স্ত্রীকে মামার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার নাম করে নিয়ে গিয়ে বসিরহাটের মাটিয়ায় নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি করে পনের দিন আগে পালিয়ে যায় স্বামী জিন্নাত মণ্ডল। দেগঙ্গা থানার পুলিশ স্ত্রী আফসানা বিবিকে উদ্ধার করেছে। বছর তিনেক আগে বিহারের কৃষ্ণগঞ্জ জেলার পুটিয়া থানার আফসানা বিবির সাথে বাংলাদেশের জিন্নাতের বিয়ে হয়। মামার বাড়িতে বেড়াতে আসার নাম করে স্ত্রী আফসানাকে নিয়ে জিন্নাত মাটিয়ার নিষিদ্ধ পল্লিতে চলে আসে। এরপর স্ত্রীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে চম্পট দেয় সে। নিষিদ্ধ পল্লিতে এসে পড়েছে বুঝতে পেরে পালানোর চেষ্টা করলে অত্যাচার শুরু হয় আফসার উপর। শেষমেষ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গত রবিবার পালিয়ে গিয়ে হাড়োয়া রেল স্টেশনে আশ্রয় নেয় সে। তার কান্না ও কাহিনী শুনে আশপাশের মানুষজন দেগঙ্গা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হাওড়া রামচন্দ্রপুর রেল স্টেশনের অবস্থা বিপজ্জনক

বাপী লাল দে : শিয়ালদহ–ডানকুনি শাখায় একটি উল্লেখযোগ্য রেল স্টেশন হল রাজচন্দ্রপুর রেল স্টেশন, প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোক যাতায়াত করেন শিয়ালদহ–ডানকুনি সহ বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার জন্যে বাস ধরার উদ্দেশ্যে। বালি নিশ্চিন্দার বেলানগর, দুর্গাপুর, আনন্দনগর, জয়পুর বিল সহ রাজচন্দ্রপুর বাসিন্দাদের কাছে এক মাত্র যাতায়াতের গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হল এই রেল স্টেশনটি। অথচ দীর্ঘ বছর ধরে অবহেলার স্বীকার এই রেলস্টেশনটি। যেখানে রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রেল স্টেশনগুলিকে যেভাবে সাজিয়ে তুলে আধুনিক প্রযুক্তির সান্নিধ্যে আসছেন সেখানে সেই মান্ধাতা আমলের প্রযুক্তি নিয়েই মজে রয়েছেন রাজচন্দ্রপুর রেল কর্তৃপক্ষ। রেল স্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রীদের জন্যে জলের কোনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।

নেই উপযুক্ত পাখার ব্যবস্থাও। যতগুলো পাখা রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ফলে খুব সামান্য সংখ্যক যাত্রীরাই গরমে ঘেমে নেয়ে একাক্কার বলে জানায় স্থানীয় দুই দোকানি। আর রেলের শেডগুলিও অত্যন্ত ছোট, ফলে গরম–বর্ষায় প্রচণ্ড অসুবিধায় পরেন নিত্য যাত্রীরা, ট্রেনের জন্যে জমায়েত হওয়া যাত্রীদের সামান্য অংশই শেডের তলায় দাঁড়াবার সুযোগ পেলেও বাদ বাকি যাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে বাধ্য হন বলে জানা যায়।

বর্তমান যুগেও ট্রেনের টিকিট কাউন্টারটিও সেই অতীতের টিনের তৈরি অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। যা পাকা করা হয়নি আজও দাঁড়িয়ে থেকেই বোঝা গেল সেই বিষয়টি। এমন কি প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত করার জন্যে কোনও রেল ব্রিজ পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি। ফলে জীবন হাতে করে রেল লাইন টপকে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত করতে হয়। ফলে যে কোনও সময়ে ঘটতে পারে জীবনহানির মত বিপজ্জনক ঘটনা। রেল প্ল্যাটফর্মের দুটি টিকিট কাউন্টার থাকলেও একটি দুচালা টিনের তৈরি সেই আদ্যিকালের কাউন্টার যা দাঁড়িয়ে থেকেই দেখা গেল। রেল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে একটু এগিয়ে আসলেই পড়বে নিশ্চিন্দা শিল্পশ্রী বাসস্ট্যান্ড। রেল সাবওয়ের সুরঙ্গ পেরিয়ে বাস ধরতে যেতে হয় বাস যাত্রীদের। সেটিরও অবস্থা ভয়ানক। রাতের অন্ধকার গ্রাস করে থাকে দিনের আলোকে সাবওয়ের ভিতরে। যে কটি লাইন লাগানো রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্যই বলা যায়।

সাবওয়ের ভিতরে থেকেই দেখা গেল পুরো সাবওয়েতে মোট সাতটি লাইন সুইচ থাকলেও জ্বলে মাত্র তিনটি। ফলে অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। কবে উন্নতি হবে তা সময়ই বলবে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারাই।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১১ নভেম্বর – ১৭

স্বচ্ছতার ক্ষেপনাস্ত্র নোটবন্দির বর্ষপূর্তি

দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয়ে গেল এক বছর। বিরোধীদের তির্যকবাণে যা ভূষিত হয়েছে নোটবন্দি নামে। আর কেন্দ্রের সাফল্যের খতিয়ানে তাই রেকর্ডেড হয়ে রয়েছে বিমুদ্রাকরণ নামে। গত এক বছর ধরে বহু কাটাছেড়া চলেছে এই নোটবন্দি তথা বিমুদ্রাকরণ নিয়ে। তামাশার ছলে তাই অনেকে নিজেদের সামাজিক স্ট্যাটাসে পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন চুটিয়ে। যদিও নোটবন্দি যে আদতে ভারতের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তুলছে তার সর্বোকৃষ্ট উদাহরণ হল শেয়ার বাজারের উত্তরোত্তর বেড়ে চলা। তাছাড়াও উত্তর প্রদেশ সহ দেশের অধিকাংশ নির্বাচনে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির অভূতপূর্ব ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে তুলে ধরেছে নোটবন্দির সাফল্যগাঁথা। এছাড়াও বিশ্বের তাবড় তাবড় সংস্থার প্রশংসাও কুড়িয়েছে মোদী সরকারের এই সাহসী পদক্ষেপ। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষাও বলেছে নোটবন্দির ফলে প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে সুদূরপ্রসারীভাবে লাভবান হবে ভারতীয় অর্থনীতি। অর্থাৎ সবদিক থেকেই অর্থনীতির কোর্টে উড়ে গিয়েছে রাজনীতির বুদবুদে ভরা অভিযোগ। কিছু লোক (পড়ুন হতাশাগ্রস্থ রাজনীতিবিদ) সমালোচনা করছেন এই বলে যে দেশের সার্বিক উৎপাদন হার নাকি থমকে যাচ্ছে এই বিমুদ্রাকরণের জন্য। তাঁদের অবগত করা যাক যে, একটামাত্র কোয়ার্টারের ফলাফল দেখে জিডিপি নিয়ে এতটা সরব হওয়া বোধহয় ঠিক নয়। আরেকটা ব্যাপার কিছু কিছু মহলের তরফ থেকে তুলে ধরা হচ্ছে যে গতবছর বর্ষার আনুকূল্য পেয়েছে বলে নাকি কৃষিপণ্যের হাত ধরে জিডিপির উত্থান হয়েছিল। এই ধরণের কথা বলার আগে একটা জিনিস ভেবে রাখা বিশেষ জরুরি। ভারত বরাবর কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত। সুতরাং কৃষিপণ্যের হাত ধরে এখানে অন্তত জিডিপি বাড়ানোর শর্টকার্ট অবলম্বন করতে হয় না। তাই যারা জিডিপির দোহাই বা অজুহাত তুলে কেন্দ্রের সাহসী সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন তাঁদের নকআউট করতে জনতা–জনার্দনই যথেষ্ট। এমনকি এ রাজ্যেও বিজেপির যে ভোট এত বাড়ছে তার পিছনেও কেন্দ্রের মাস্টার স্ট্রোক ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। অথচ নোট বাতিলের অব্যবহিত পরে এই রাজ্য থেকেও জোরদার তোপ দাগা হয়েছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এমনকি টাকা তোলার লাইনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজনের দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনাকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের কুফল হিসেবে। যদিও বাস্তব বলছে শারীরিক অসুস্থতার কারণেই এঁদের মৃত্যু হয়েছিল। এভাবেই অর্থনীতিকে রাজনীতির পঙ্কিল আবহে টেনে ফেলার বহু চেষ্টা করা হয়েছে সারা দেশ জুড়ে। যাতে শামিল হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গও। যদিও তা যে সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা গত এক বছরের নানা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে ফুটে উঠছে। ভারতবাসী বরং অনেক বেশি গর্বিত মোদী সরকারের এই চটজলদি সিদ্ধান্তে। যার স্মৃতিচারণ হল বেশ খোশমেজাজেই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

এখন 'কর্মে অনাসক্তি' বলিতে কি বুঝায়, আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। গীতার মূলভাব এইঃ নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও না। 'সংস্কার' শব্দের প্রায় কাছাকাছি অর্থ 'সহজাত প্রবণতা'। মনকে যদি একটি হ্রদর সহিত তুলনা করা হয়, তবে বলা যায়–মনের মধ্যে যে কোনও তরঙ্গ উঠে, তাহা প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্তু উহা চিত্তের উপর ওঠে, তাহা প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্তু উহা চিত্তের উপর একটি দাগ রাখিয়া যায় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরাবির্ভাব–সম্ভাবনা থাকে। এই দাগ এবং ওই তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনার একত্র নাম–'সংস্কার'। আমরা যে কোনও কর্ম করি আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালন, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার রাখিয়া যায়, যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাকে না, তখনো

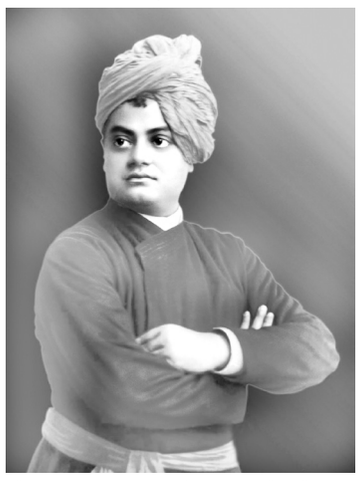

এত প্রবল থাকে যে, তাহারা অবচেতন মনে অজ্ঞাসারে কার্য করিতে থাকে। আমরা প্রতি মুহূর্তে যাহা, তাহা আমাদের মনের উপর এই সংস্কার সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। এই মুহূর্তে আমার 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমার অতীত জীবনের সংস্কার সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে চরিত্র' বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। যদি শুভ সংস্কারগুলি প্রবল হয়, তবে চরিত্র সৎ হয়, অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হইলে চরিত্র অসৎ হয়। যদি কোনও ব্যক্তিসর্বদা মন্দ কথা শোনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ করে, তাহার মন মন্দ সংস্কারে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ওইগুলিই অজ্ঞাতসারে তাহার কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিবে। বাস্তবিক পক্ষে এই মন্দ সংস্কারগুলি সর্বদাই কাজ করিতেছে, সুতরাং ইহাদের ফলও মন্দ হইবে এবং ঐ ব্যক্তি একটি মন্দ লোক হইয়া দাঁড়াইবে। সে ঐরূপ না হইয়া পারে না। তাহার মনের এই সংস্কার সমষ্টি মন্দ কাজ করিবার প্রবল প্রেরণা শক্তি উৎপন্ন করিবে।

ফেসবুক বার্তা

শীত পড়ছে। খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো রে...

গুরু শিষ্যার অপার্থিব প্রেমগাথা

নির্মল গোস্বামী

আমার হাতে নিবেদিতার বই দেখে চায়ের দোকানে আমার পরিচিত বাম ভাবাপন্ন একজন বলল আচ্ছা নিবেদিতা কেন ভারতে এসেছিল বলতো? আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম পাগল ছিল বলে। পাগলদের কাজের কি যুক্তি থাকে। সে তার শেখা ধারণাটা ব্যক্ত করে বলল আসলে বিবেকানন্দকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তাই তার সঙ্গে এদেশে এসেছিল। মনে মনে ভাবলাম ইঙ্গিতটা যাই হোক আসল কথাটা কিন্তু খুব এটা ভুল বলেনি। আসলে প্রেম ভালোবাসার স্থূল অর্থটাই তার জানা। এর ব্যাপকতার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। এই দোষে আমরা অনেকেই দোষী। আমাদের অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। আমরা আমাদের আটপৌরে জীবনের প্রেম–প্রীতি–ভালোবাসার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রেমকে এক করে দেখি–আর ভুলটা সেখানেই হয়।

হ্যাঁ সত্যিই তো স্বামীজি আর মার্গারেটের মধ্যে গভীর প্রেম। তবে তার তল খুঁজে পাওয়া দূরই ব্যাপার। তা ছিল অতলস্পর্শী। স্বামীজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা ছিল এই রকম— নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেমঁ এর ভাষায় ''ঘরে দশ পনেরো জন লোক। সবাই চুপ, ধূপের চড়া সুগন্ধ বাতাসে মিশছে ধোঁয়ার কুন্ডলী হয়ে। পুরো মাপের গেরুয়া আলখাল্লা আর খুন–খারাবী রঙের কোমর বন্ধ পরা স্বামী বিবেকানন্দ বসলেন ঠিক মার্গারেটের মুখোমুখি। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর, প্রসন্ন গাম্ভীর্যের একটা হিল্লোল তাকে ঘিরে। প্রশান্ত আত্মসমাহিত একটা পুরুষ, চারপাশে কি চলছে সে দিকে তার খেয়াল নেই। পিছনের কুণ্ডে আগুন জ্বলছে, লেডি ইসাবেল যখন একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, ''স্বামীজি আমাদের বন্ধুরা সবাই এসে গিয়েছেন, তখন কেমন একটু মিষ্টি হাসলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। পর্দা পড়ল, সব নিঝুম। শোনা গেল সন্ন্যাসীর সুরেলা কণ্ঠের প্রার্থনার মন্ত্র— 'শিব শিব, নবঃ শিবায়। অনেকক্ষণ ধরে বললেন তিনি। বলার ভঙ্গিটি শান্ত, কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় ওঠে নামে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধতা, তারপর ভালোবাসা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর। গুরু শিষ্যাকে সেই অখণ্ড প্রেমের বাণী শুনিয়েছিলেন। বিশ্বপ্রেমিক গুরুর একজন ভারত প্রেমিক কর্মী চাই। কারণ যে দিন তিনি থাকবেন না তখন সেই ভারত প্রেমের দীপশিখাটি সেই প্রজ্বলিত রাখবে। প্রথম দিন বললেন মানুষ কি চায়? সে সুখও চায় না, দুঃখও চায় না। সে কেবল মুক্তি চায়। কেমন মুক্তি চাই। আমাদের যা কিছু তপস্যা তা কেবল মুক্তির জন্য। আবার বললেন, কেবল ভারতবর্ষই মানবহৃদয় বিশ্ব প্রেমে উন্মত্ত হয়ে আব্রহ্ম স্তব্ধ— পর্যন্ত পশুপাখি, প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদ জগতকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন করেছে এবং সমগ্র বিশ্বের একাত্ম ও অখন্ডত্ব উপলব্ধি করে বিশ্ব চরাচরের হৃদস্পন্দন, আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলে অনুভব করেছে। আর একদিন সহসা স্বামীজি শ্রোতাদের চমকিত করে প্রশ্নোত্তর ক্লাসের মধ্যে বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন আজ জগতে কিসের অভাব জানো? জগত চায় এমন বিশ্বজননীর বিশ জন নরনারী যারা সদর্পে ওই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমাদের ঈশ্বর ছাড়া আপন বলতে কেউ নেই। কে কে যেতে প্রস্তুত? বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং শ্রোতাদের দিকে একে একে চেয়ে কাউকে কাউকে যোগদানের ইঙ্গিত করলেন। তিনি বললেন ইহাই যদি সত্য হয় তবে অন্য কিছুকে আর কি প্রয়োজন? আর এটি সত্য না হয় তাহলে আমাদের জীবনের বা ফল কি? মার্গারেট সেদিনই গুরুর চোখের ইঙ্গিতে অন্তর থেকে সাড়া দিয়ে বলে উঠলেন, আমি যেতে প্রস্তুত। তার জন্মের পরই বা বলেছিল তোকে গড–এর হাতে দিলাম। আজ থেকে গডই তোর রক্ষাকর্তা। আজ সেই জীবন্ত গডকে সাক্ষাৎ করলেন মার্গারেট। মন প্রাণ, সুখ–দুঃখ, ইহকাল পরকাল সবই গুরুর পায়ে নিবেদন করার সংকল্পে মন স্থির করলেন। গুরুজির সঙ্গে চিঠি চালাচালি শুরু হল। গুরু চিঠিতে লিখলেন– আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট দেখছি, অজ্ঞতা হতেই মানুষের যত দুঃখ কষ্ট অন্য কিছু হতে নয়। বর্তমানে পৃথিবীর সকল ধর্মই প্রাণহীন অসার।

জগত এমন মানুষ চাচ্ছে যাদের জীবন জ্বলন্ত নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাহুতি স্বরূপ। সেই প্রেমের শক্তিতে উচ্চারিত বাক্যে বজ্রের মতো কাজ করবে। এক চিঠিতে স্বামীজি লিখলেন, একটি নারী চাই এ দেশের জন্য বিশেষ করে এদেশের মেয়েদের জন্য খাটতে হবে তাকে। ভারতবর্ষ আজও। মহিয়সী নারী সৃষ্টি করতে পারেন। অন্য দেশের কাজ থেকে এ জিনিস তাকে ধার করে আনতে হবে। তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানবপ্রেমের সংকল্পের দৃঢ়তা–সবচেয়ে বড় কথা তোমার কেল্টিক রক্তের তেজ এমন আছে বলে এ দেশের জন্যে যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনি। মানুষ ততদিনই মানুষ যতদিন সে প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করে। প্রকৃতিকে জয় করার জয় করার মানুষের জন্ম, তার বশীভূত হওয়ার জন্য নয়।'' স্বামীজির এই কথা মার্গারেট অন্তর নাড়া ছিল। নিজের মনে নিজের প্রতি বিপুল আস্থা স্থায়ী হল। ভারতে কাজ জন্য নিজে যোগ্যতা নিয়ে আর কোনও সংশয় রইল না। ১ অক্টোবর ১৮৯৭ সালে স্বামীজি লিখলেন... ভালোবাসা দরদ বা সহানুভূতি প্রকাশ করার ক্ষমতা যার যত বেশি, সেই তত বেশি কোনও একটা আদর্শ পরের মনে চাপিয়ে দিতে পারে। আমি অত্যন্ত গভীরভাবে কাউকে ভালবাসতে পারি। যদি দরকার হয়, ''বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'' নিজের হৃৎপিন্ড নিজের হাতে উপরে ফেলার শক্তি রাখি। পাগলের মতো ভালোবাসব, কিন্তু কোনও বন্ধন থাকবে না। ভালোবাসার শক্তিতে জড় চিন্ময় হচ্ছে, এই হল বেদান্তের সার কথা। এই ভালোবাসার জিয়ন কাঠির পরশ হাতে কলমে অনুভব করার জন্য ১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারি পুণ্য দিনে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন বিবেকানন্দের মানস কন্যা ভারতের সেবায় নিবেদিত প্রাণ তাই স্বামীজি নাম দিলেন নিবেদিতা। আর কাজের নিরিখে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'ভারত দুহিতা'।

মার্গারেট থেকে নিবেদিতা হয়ে ওঠার পথটা ভিনি ভিডি ভিসি'র (এলাম, দেখলাম, জয় করলাম) মতো ছিল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে এদেশের আচার বিচার, সংস্কার–কুসংস্কার রীতিনীতি শেখা যে কি রকম কঠিন ছিল তা কল্পনাও করা যাবে না। প্রতি পদে পদে বাধা, বিরুদ্ধ পরিবেশ। প্রথমে কঠোর অনুশীলন চলল। সেই সঙ্গে ভাষা শিক্ষা, এদেশের মহাকাব্য, ইতিহাস, বেদ–বেদান্তের শিক্ষা চলল। তারপর একদিন গুরু নীলাম্বর মুখার্জী'র বাড়িতে অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁকে ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা দান করলেন। অগ্নিকুণ্ড জ্বলল, তাকে আহুতি দেওয়া হল। মার্গারেট স্বামীজির সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করল। সবশেষে পূতভস্মের টিকা এঁকে দিলেন মার্গারেটের ললাটে। গুরুর হাতের স্পর্শ পেয়ে শিহরিত হল মার্গারেট। শুধুই কি স্পর্শ। তার সঙ্গে কি শক্তি সঞ্চালন ছিল না? যেমন করে একদিন গুরুর গুরু ভগবান রামকৃষ্ণ তার সব শক্তি বিবেকানন্দকে দিয়ে নিজে ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই মার্গারেটের খোলস থেকে নিবেদিতায় উত্তরণ হল গুরুর অদৃশ্য শক্তির পরশে।

গুরুর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন মাত্র ৪ বছর। এই সময়ের মধ্যে গুরু তাকে নিজে ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মস্থানে ঘুরেছেন। বিভিন্ন স্থান মাহাত্ম্য শুনেছেন গুরুর মুখ থেকে। সু–উচ্চ হিমালয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে ভারত মহাসাগরের কিনারে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। সমতলে কাশী, গয়া, মথুরা এবং সারনাথ, বুদ্ধগয়া নালন্দা প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থ পরিভ্রমণ করেছেন অতীত ভারতের গৌরব যাতে নিবেদিতা অনুধাবন করতে পারে। তুষারতীর্থ অমরনাথে গিয়ে স্বামীজি ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। পরে শিষ্যাকে একান্তে বলেছিলেন যে অমরনাথ আমাকে ইচ্ছা মৃত্যু দিয়েছেন। আমি না চাইলে আমার মরণ নেই। নিবেদিতা বরফের রাজ্যে বরফের মতোই আবেগে বিগলিত হতে লাগলেন বিশ্বের বিস্ময় এই মানুষটি। জীবন্ত দেবতা রূপে মনে মনে পুজো করলেন।

এবার কাজের পালা শুরু করেছেন স্কুল। শুধু বাচ্ছা নয়, বড় বিধবা মেয়েরাও তার স্কুলে ছাত্রী। ১১ নভেম্বর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারে ১৭ নম্বর বোস পাড়া গিয়েছেন। বিবেকানন্দের উৎসাহে আর আর্শীবাদে নিবেদিতা নিশ্চিন্তে মন প্রাণ ফেলে জন্ম তিথির আগেই স্বামীজি কলকাতায় ফিরলেন। নিবেদিতার স্কুলের ক্রীড়াকলাপ কেমন চলছে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির কিছু উপদেশ দিতে স্বামীজি এলেন নিবেদিতার বাড়ি। সন্দেহ জাগল শিষ্যার মনে তবে কি গুরুদেব আর বেশি দিন বাঁচবেন না।

সত্যিই গুরু অসুস্থ হয়ে পড়লেন মঠে। মঠের সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। এই খবর পেয়ে নিবেদিতা ২ জুলাই একাদশীর দিন ছুটলেন বেলুড় মঠে। নিবেদিতাকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন স্বামীজি। সন্ন্যাসীদের বললেন ভাল খাবারের ব্যবস্থা করতে নিবেদিতা তার সামনে বসে তদারকি করলেন স্বামীজি। প্রশান্ত মন–হাসিখুশি মুখ যেন সমস্ত রোগ মুহূর্তে উধাও হয়ে গিয়েছে। নানা বিষয়ে হাসি ঠাট্টা, গাল গল্প তামাশা করে সময় কাটল। খাওয়ার শেষে একজন সন্ন্যাসী এক ঘটি জল আর তোয়ালে ধরলেন নিবেদিতার সামনে। স্বামীজি তার হাত থেকে ঘটি আর তোয়ালে কেড়ে নিয়ে নিজে নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দিলেন এবং তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন। স্বামীজি কাণ্ড থেকে অবাক হয়ে গেলেন শিষ্যা। কি করবেন ভেবে পেলেন না। শেষে বললেন এ কাজ তো আপনার প্রতি আমারই করার কথা, আপনিই আমার প্রতি এই কাজ করছেন? স্বামীজি হেসে বললেন কেন যিশু শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেন নি? নিবেদিতা ধীরে ধীরে বললেন হ্যাঁ দিয়েছিলেন তবে সে তো শেষের দিনে!

বাগবাজারে ফিরে ভারাক্রান্ত মনে তার পরের দিনটা ধ্যান যোগে কাটালেন নিবেদিতা। পরের দিন ৪ জুলাই ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের সকালে সারদানন্দের চিঠি পেলেন, কাল রাত ৯টায় স্বামীজি চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিবেদিতা কান্নায় ভেঙে পড়লেন না। স্বামীজির ঘরে ঢুকে দেখলেন ফুলের বিছানায় যেন ঘুমচ্ছেন স্বামীজি। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। নিবেদিতা ধীরে ধীরে মাথার কাছে বসলেন। তারপর সন্ন্যাসীদের রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে এক কাজ করে বসলেন। তিনি স্বামীজির মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলে নিলেন। বহু কাঙ্খিত শুভ মুহূর্ত এটা নিবেদিতার জীবনে। তাঁর জীবন দেবতা যেন শেষ বিশ্রাম লাভ করল তার কোলে মাথা রেখে। বা বিপরীত দিকে বলা যায় তিনি নেই কিন্তু এই মস্তিষ্ক থেকে ভারতসেবার যে সব পরিকল্পনা তিনি করেছেন তার সব দায় নিজে কোল পেতে নিল নিবেদিতা।

মা গঙ্গার পাড়ে পার্থিব দেহ যখন লেলিহান শিখায় জ্বলছে শিষ্যা দূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে আকাশ পানে। ধোঁয়ায় কুণ্ডলীর সঙ্গে স্বামীজির দেহাবশেষ উঠে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ লোকে। ক্ষণেক বিমূঢ় ভাব শিষ্যার মনে। এতোদিনের পার্থিব উপস্থিতির সব শেষ। কে আর রইল তাকে ঠিক পথের দিশা দেওয়ার। মনে হল শূন্য চরাচর। এমন সময় তার পোশাকে মৃদু টান অনুভব করলেন। পিছন ফিরে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। একটু দূরে স্বামীজির গৈরিক বস্ত্র খণ্ডের টুকরো হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছে তার কাছে। শিষ্যা চমকিত, আনন্দে শিহরণ খেলে গেল শরীরে। মন পুলকে ভরে উঠল। তিনি মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখলেন গুরুর প্রেমের শেষ নিদর্শন রূপে। পড়ে রইল প্রেমাস্পদ ভারতবর্ষ ও আগামী প্রজন্ম।

কাশ্মীরে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শিষ্যারা যোসেফিন ম্যাকলোড, ওলি বুল ও মার্গারেট নোবেল (সিস্টার নিবেদিতা)

প্রথম দর্শনেই মুগ্ধতা, তারপর ভালোবাসা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর। গুরু শিষ্যাকে সেই অখণ্ড প্রেমের বাণী শুনিয়েছিলেন। বিশ্বপ্রেমিক গুরুর একজন ভারত প্রেমিক কর্মী চাই। কারণ যে দিন তিনি থাকবেন না তখন সেই ভারত প্রেমের দীপশিখাটি সেই প্রজ্বলিত রাখবে।

গত ছ'বছরে সুসংহত দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে পশ্চিমবঙ্গ ভারত সেরা

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গে শেষ ছ'বছর তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকারের জন্য রাজ্যে সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাবাসী। তার সামান্যতম আরেকটি দৃষ্টান্ত হল 'কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন'। ভারতবর্ষের ২৯টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ গুটি কয়েক অঙ্গরাজ্যের একটি 'সুসংহত দক্ষতা উন্নয়ন নীতি' আছে। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন' ও 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট' এ রাজ্যে দক্ষতা উন্নয়নে নীতি নির্দেশিকার 'কো–অর্ডিনেটিং এজেন্সি' হিসাবে কাজ করছে। ২০১৬–র ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে দক্ষতা উন্নয়নে 'উৎকর্ষ বাংলা' নামে একটি পথিকৃত প্রকল্প চালু হয়। যদিও প্রকল্প, প্রকল্প বহির্ভূত আর পিএল মোড ইন্টারভেশন ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে এবং ৪,৯১,৫৭০ জন যুবকযুবতী প্রশিক্ষিত হয়েছে। ২০১৬–তে ভারত সরকার আয়োজিত সারা ভারত দক্ষতা প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৩–তে 'সারা ভারত দক্ষতা প্রতিযোগিতা'য় পশ্চিমবঙ্গ প্রথমবার প্রথমস্থান অধিকার এবং ২০১৪–তেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

পলিটেকনিক : দক্ষতা উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের প্রত্যেক মহকুমায় (রাজ্যে মোট মহকুমার সংখ্যা ৫০টি) একটি করে পলিটেকনিক তৈরির বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে নীতি প্রণয়ন করেছে।

২০১১–তে রাজ্যের ২৬টি মহকুমায় মোট পলিটেকনিক ছিল ৬৫টি, সেখানে ২০১৭–তে সারা রাজ্যে বর্তমানে চালু পলিটেকনিকের সংখ্যা ১৪৬টি। পলিটেকনিকগুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষমতা তুলনামূলক ছিল ৬৫টি সেখানে ২০১৭–তে সারা রাজ্যে বর্তমানে চালু পলিটেকনিকের সংখ্যা ১৪৬টি। পলিটেকনিকগুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। বর্তমানে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৭,৩১৫। ২০১১ তে আসন সংখ্যা ছিল ১৭,১৮৫। ৫০টি বিষয়ের জন্য 'ই–লার্নিং'এর বিষয়টি ইতিমধ্যে উন্নত হয়েছে এবং ২০১৫–'১৬ থেকে যা শেখানো হচ্ছে। ৬০টি পলিটেকনিক ওয়াই–ফাই ক্যাম্পাসে পরিণয় হয়েছে। ডব্লিউবিএসসিটি অ্যান্ড ভিই অ্যান্ড এস ডি নামে একটি 'সংযুক্ত সংসদ' সারা দেশের পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষার জন্য এখানে পাঠক্রমের আধুনিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। বর্তমানে সরকারি পলিটেকনিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিকের ছাত্রছাত্রীরা মুম্বাই আইআইটিতে ছ'সপ্তাহের ইন্টার্নশিপের সুযোগ পেয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (আইটিআই) : দক্ষতা উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে (রাজ্যে মোট ব্লকের সংখ্যা ৩৪১টি) একটি আইটিআই স্থাপনের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে একটি

নীতি গ্রহণ করেছে। ২০১১–তে রাজ্যের মাত্র ৩৯টি ব্লকে মোট ৮০টি আইটিআই ছিল, সেখানে ২০১৭তে সারা রাজ্যে চালু আইটিআই–এর ২৩৫–এ পৌঁছেছে। দু'বছরে আইটিআই গুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষমতা (চারটি সেমিস্টারের মোট হিসেবে) ২০১১তে আসন ছিল ১৭,৬৩৬টি, সেই তুলনায় বর্তমানে আসন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৬,৭১০টি। আর উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০১৬–'১৭–তে ৭১টি সরকারি 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ' (পিপিপি) মোডে চালু হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র : ২০১১–র পর 'কারিগরি শিক্ষা–দক্ষতা উন্নয়ন' দফতর ১১টি 'দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র' (স্কিল ডেভলপমেন্ট সেন্টার–এসডিসি) তৈরি করেছে, যেগুলির মধ্যে মেদিনীপুরের কেন্দ্রটি 'টাটা মেটালিক্স লিমিটেডে'র মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি কোর্স করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্য ১০টি কেন্দ্র বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদি কোর্সের জন্য ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও আরও চারটি 'দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র' তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে এনএসকিউএফ প্রোগ্রামের অধীনে রাজ্যের ২৮৯টি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণি (লেভেল–১) থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (লেভেল–৪) পর্যন্ত ২৪,৫৬০ জন ছাত্রছাত্রী বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করছে। শীঘ্রই অতিরিক্ত আরও ৩১১টি বিদ্যালয়কে এনএমকিউ এফ প্রোগ্রামের অধীনে আনা হচ্ছে। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম সার্কিট ডেভেলপমেন্ট স্কিম–২০১৪'–র অধীনে 'ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দফতরে'র সহযোগিতায়, হস্তচালিত তাঁদের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ত্রিস্তরীয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মকুশলতা উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। তন্তুজীবী পরিবারের ৬৩,১৮৫ জন শিক্ষার্থী, ৭৫টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন মডিউলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দফতরের সহযোগিতায় রাজ্যের ৬২টি মহকুমায় ৬৩টি অ্যাডভান্স 'ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে' প্রণীসেবী প্রকল্প চালু হয়েছে।

সুখের কথা, প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার সুদক্ষ ছাত্রছাত্রী বের হচ্ছে। ব্যস এইটুকুই সুখের কথা। কারণ তাতে এ রাজ্যের দক্ষতা আগের তুলনায় খুব একটা হের–ফের হচ্ছে না। সমীক্ষায় প্রকাশ এ রাজ্য থেকে তৈরি হওয়া সুদক্ষ ছাত্রছাত্রীরা ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের রাজ্যগুলিতে কাজের সুযোগ ও অর্থ প্রাপ্তিতে সে সব রাজ্যগুলিতে পাড়ি দিচ্ছে। পাড়ি দিচ্ছে ভারতের সেই সব রাজ্যগুলিতে যাদের 'সুসংহত দক্ষতা উন্নয়ন নীতি' ই নেই। তাতে লাভবান হচ্ছে সেই রাজ্যগুলি ও ভারতবর্ষ। পশ্চিমবঙ্গ যে কে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে। কেবল সুদক্ষ ছাত্রছাত্রী তৈরির কারিগরে পরিণত হচ্ছে।

বীরভূম

ডেঙ্গু রুখতে চুন, ব্লিচিং বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ। রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ৭৫ জন ডেঙ্গুর জীবাণু নিয়ে চিকিৎসাধীন। উন্নত চিকিৎসার জন্য কয়েকজনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গত আগস্ট গভীর রাতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা গিয়েছিলো দুবরাজপুর আরবিএসডি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ রাজা (১৪)। ২০১৬ সালে বীরভূম জেলায় ৫০০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রবিবার ৫ই নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে রামপুরহাট ১৪নং ওয়ার্ডে টোটোয় চেপে ফ্লেক্স, মাইক হাতে বাড়ি বাড়ি ব্লিচিং পাউডার বিতরণের মাধ্যমে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা প্রচার করলো ১৪নংওয়ার্ড কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড সভাপতি তুষারকান্তি রায়, শাহাজাদা হোসেন। ময়ূরেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যেগে চুন, ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধান ফুলমনি মাড্ডি, পঞ্চায়েতসমিতির সদস্য তাপস নন্দী, মন্ডল কমিটির সদস্য রাজু মন্ডল। ডেঙ্গু রুখতে গোটা জেলাজুড়ে ছড়ানো হোক চুন, ব্লিচিং পাউডার। দাবি জেলাবাসীর।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ও পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই

অভীক মিত্র : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এবং পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলো দুই ব্যক্তি। স্ত্রী কাপড় মিলতে গিয়ে বিদ্যৎস্পৃষ্ট হয়েছিলো। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলো এক ব্যাক্তি। মৃতের নাম বাবুধন সোরেন (৩২)। সিউড়ী থানার লতাবুনি গ্রামের ৩০শে অক্টোবর সকালের ঘটনা। তিলোড়া গ্রামের কাছে ৬০ নং জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় আখের রস বিক্রেতা এক ব্যাক্তির। মৃতের নাম গোপীনাথ কোনাই (৩২)। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পথ দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা বেহাল রাস্তাকেই দায়ী করেছে। হাইটিকরা গ্রামের কাছে লরি বাসের সংঘর্ষে জখম হয়ে ১০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাগান করে দিশা দেখাচ্ছে সিরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফলের বাগান তৈরি করে গ্রাম সহ অন্যান্য এলাকার লোকজনদের দিশা দেখাচ্ছে সিরাজ। বীরভূম জেলার নলহাটি –২ নং ব্লকের বারা –১ গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গর্ত হায়দারপুর গ্রামের সিরাজ শেখ পানের দোকান করে। সিরাজের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে পাকা রাস্তা এবং নলহাটি – আঞ্জিমগঞ্জ রেললাইন। কাছেই লোহাপুর রেলস্টেশন এবং কাটাগড়িয়া মোড় বাসস্ট্যান্ড। দুই বছর ধরে এগারো কাঠা জায়গায় বিভিন্ন ফলের চাষ করে বাড়ির ভিতর ফলের বাগান তৈরি করেছে সিরাজ। সিরাজের ফলের বাগানের উল্লেখ্যযোগ্য গাছগুলি হলো আম, জাম, এলাচ, লং, লেবু, কাঠাল, পেয়ারা, আঙুর, চেরি, সাপাটুল, জামরুল, বেদানা। ফলের গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে সিরাজ নিজেই। তিন ফুট করে গর্ত করে বালি ভরে গাছের নীচে, তাতে ফল গাছে ফলন ভালো হয় বলে জানান সিরাজ।

বোমা ফেটে জখম ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল নেতা শেখ সেকারুলের বাড়িতে মজুত থাকা বোমা ফেটে ২রা নভেম্বর জখম হলো এক রাজমিস্ত্রি, সেকারুলের বাবা শেখ সেনাউল, মা লাইলা বিবি, মেয়ে আজমিরা খাউন ও ভাইঝি। মুরারই থানার নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েতের আরাইল গ্রামের ঘটনা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাকিদের ছেড়ে দিলেও দুই শিশু মুরারই গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ শেখ সেকারুলকে আটক করেছে।

আলিপুর সংঘর্ষে পুলিশ পিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯শে অক্টোবর দুপুরে শেখ মহসিনের অন্তঃসত্তা মেয়ে জুহির ভাত খাওয়ানোর পর এঁটো পাতা পুকুরে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। তার প্রতিবাদ করলে বিবাদ শুরু হয় শেখ জামালের পরিবারের সাথে। এলাকায় বোমাবাজি, ঢিল ছোড়ার অভিযোগ তোলে একে অপরের বিরুদ্ধে। জখম হয় দশজন। বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুর গ্রামের ঘটনা। ডিএসপি ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। গ্রামে বসেছে পুলিশ পিকেট। দুই পরিবার তৃণমূলের সমর্থক বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।

খুন তৃণমূলকর্মী, রণক্ষেত্র বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইলামবাজার থানার শুনমুনি গ্রামের ১৪ নং জাতীয় সড়কে ২রা নভেম্বর সন্ধ্যায় দুস্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হলো এক তৃণমূলকর্মী। মৃতের নাম শেখ সফিউল্লা (৪৮)। বাড়ি শুনমুনি গ্রামে। শালিমার বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকা শ্রমিক ছিলেন। ইলামবাজার তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাফারুল ইসলামের অনুগামী হিসাবে পরিচিত ছিলো মৃত শেখ সফিউল্লা। বিরোধীদের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে খুন হয়েছে সফিউল্লা। প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সফিউল্লার অনুগামীরা। ৪ই নভেম্বর ইলামবাজার পঞ্চায়েতসমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আবুল কালামের ঘুড়িষ্যার বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর করে ইলামবাজার তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাফারুল ইসলামের অনুগামীরা বলে অভিযোগ। সিয়ান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আবুল কালাম। টায়ার পুড়িয়ে অবরোধ করা হয় জাতীয় সড়ক। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এসে সফিউল্লা খুনে দোষীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে তিন ঘন্টা পরে উঠে অবরোধ। নাকাল হতে হয় যাত্রীদের। অন্যদিকে, ৪ই নভেম্বর বিকালে অনুব্রত মন্ডলের সভা থেকে ফেরার পথে ইদিলপুরে তৃণমূলকর্মীর গাড়িতে হামলা চালানো এবং বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠে দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ৫ তৃণমূলকর্মী জখম হয়। কাঞ্চন মন্ডল দূর্গাপুর মিশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মাহিষ্য সমিতির আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার চন্দ্রপুর গ্রামে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির বীরভূম জেলার কোর কমিটির আলোচনাসভা হয়ে গেলো। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ হলো মাহিষ্য জাতিভুক্ত । মূল পেশা চাষবাস। কলকাতা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রভাকর মন্ডল বলেন, 'মাহিষ্যরা আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। তাই আমরা ওবিসি শ্রেণিভুক্ত হবার দাবি জানাচ্ছি।' অন্যদিকে, দামোদর তিথি উপলক্ষ্যে রাজনগর মা চন্ডী অনুষ্ঠান ভবনে কৃষ্ণকথার আসর অনুষ্ঠিত হলো। মায়াপুর থেকে আগত ভক্তরা কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

Name Change

I Bapi Debnath Voter ID Card Vide No. KCT 2013431 issued by the election commission of India became known as Sujit Debnath, S/o Lt. Lakshmi Narayan Debnath Residing at Dakshin Laskarpur, P.O. Laskarpur, P.S. Sonarpur South 24 Pgs Kol-153 vide an affidavit before the Ld. 1st class judicial Magistrate at Baruipur on. 08/11/2017. Sujit Debnath and Bapi Debnath is smae and one identical person.

রাজপুর –সোনারপুরে ডেঙ্গু মশার লার্ভা পরিদর্শনে এসে অসন্তুষ্ট কর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে এসে প্রচুর ডেঙ্গু মশার লার্ভার সন্ধান পেলেন নগর উন্নয়ন সচিব শুভ্র মুখার্জি । ইতিমধ্যে ৭–৮ জন ডেঙ্গুতে মারা গেছে রাজপুর সোনারপুর এলাকায়। সচিবের পরিদর্শন থেকে তথ্য উঠে এসেছে নরেন্দ্রপুর মেন গেটের সামনের ড্রেনে কম করে ১০০ লরি ডাবের খোলা জমা হয়ে আছে। ওখানে লার্ভা জন্মাচ্ছে। জানালেন পুরপ্রধান ডাঃ পল্লব দাস কে। শুধু তাই নয়, ড্রেন গুলোতে ঢালাই কভার দিতে বলেন। অন্যদিকে হরিনাভীতে রাজপুর –সোনারপুর পৌরসভা হেড অফিস থেকে ১০ হাত দূরে ড্রেনে ডেঙ্গু মশার লার্ভা পাওয়া গেছে। বেশ কিছু ওয়ার্ডে মশার লার্ভা পাওয়া গেলেও ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের কোনো রকম ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে সতর্কতা নেই বললেই চলে। সচিবের রিপোর্টে উঠে আসলো সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ২৭ নং ওয়ার্ডে। সেখানে প্রচুর পরিমানে লার্ভা জন্মাচ্ছে। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও পৌরপরিষদ সদস্য নজরুল আলী মন্ডল কিছু দিন আগে এক অজানা জ্বর নিয়ে বাইপাসের হাসপাতালে ভর্তি হন।এক কাউন্সিলর বলেন রাজপুর –সোনারপুর পৌরসভায় দুজন পৌরপ্রধান পরিষদ অনেকদিন ধরে পৌরসভায় উপস্থিত হয় না। না কোনো বোর্ড মিটিং হয়। একজন স্বাস্থ্য ও জঞ্জাল বিভাগের পৌর পরিষদ সদস্য রঞ্জিত মন্ডল অন্য জন বিদ্যুত বিভাগের কার্তিক বিশ্বাস। রাজপুর সোনারপুর পৌরসভায় ৮নং ওয়ার্ড থেকে এই কার্তিক বিশ্বাস নির্বাচিত হয়ে কাউন্সিল হয়। অন্যজন রঞ্জিত মডল নির্বাচিত হয় ৭ নং ওয়ার্ড থেকে। এই দুই কাউন্সিলের নামে বিভিন্ন অভিযোগের পাহাড়। কার্তিক বিশ্বাস এক বছরের উপর পুরসভায় হাজিরা দেয়নি। অথচ মাসের পর মাস সাম্মানিক হিসাবে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। এক কাউন্সিলর বলেন এটা অন্যায়। স্বাস্থ্য বিভাগ ও জঞ্জাল নিয়ে এলাকার মানুষের প্রচুর ক্ষোভ আছে এছাড়া বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। বেশ কিছু কাউন্সিলরদের অভিমত পুরসভায় না এসে দিনের পর দিন সাম্মানিক নিয়ে যাচ্ছে এটা কি করে সম্ভব ? কোন খুঁটির জোরে এরা এসব করছে। কাউন্সিলররা সবাই জানলেও বেশি করে মুখ খুলতে চাইছে না। রঞ্জিত মন্ডল ডেঙ্গু নিয়ে গা ছাড়া মনোভাব দেখিয়েছে। তার স্বাস্থ্য ও জঞ্জাল বিভাগ থাকা সত্বেও ব্যাপক ভাবে জঞ্জাল ড্রেনে ও রাস্তার ধারে যে ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্তূপ হয়ে আছে আজ সচিব দেখে তাজ্জব হয়েছেন। এলাকা পরিদর্শনে সচিব আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরপ্রতিনিধিরা তাদের এলাকায় স্প্রে ছড়ানোর ব্যবস্থা করে ছবি তোলেন সচিব শুভ মুখার্জি। সচিব আসার সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভার কাউন্সিলররা রাস্তায় বনেমে পড়েন ব্লিচিং দেবার জন্য। পৌরসভা থেকে সমস্ত ওয়ার্ডে জন্য হোর্ডিং দেওয়া হয়।সেই হোর্ডিং নিয়ে বেশ কিছু কাউন্সিল টেলিফোন করে অটো ও টোটো চালকদের ডেঙ্গি প্রচারের জন্য ডেকে নেন। এলাকার মানুষদের দেখাবার জন্য কাউন্সিলররা নিজে হাতে গ্লাভস পরে ব্লিচিং পাউডার ছড়াচ্ছে। এক জন বাসিন্দা বলেন এরকম লোক দেখানো নাটক আর বেশী দিন চলতে পারে না। এগুলো তো অনেক দিন আগেই করার কথা ছিলো এখন কেন?

কাউন্সিলরা নিজেদের ওয়ার্ডে প্রোমোটার ও কনট্রাকটরদের নিয়ে সকাল থেকে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে নিজেদের ভবিষ্যত গোছানোর জন্য। সুতরাং ডেঙ্গি মশার লার্ভা কখন দেখবে। গড়িয়া, সোনারপুর অঞ্চলের ল্যাব গুলো মুখে কুলুপ এটেছে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের বাধা নিষেধ অনুযায়ী। কিন্তু ডেঙ্গি ধড়া পরেছে যে সব মানুষদের তাদের বাড়ির সদস্যদের কাছ থেকে পুরো পুরি ভাবে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া মারা গেলেও আর কোন সন্দেহ থাকে না। পুর প্রতিনিধিরা একেবারে ব্যার্থ। বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড ডেঙ্গির লার্ভা নেই বললেই চলে ।রাজপুর সোনারপরু অঞ্চলে ডেঙ্গু নিয়ে সাধারণ মানুষের ভিতর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

কামানগুলো কি বজবজ দুর্গের?

প্রথম পাতার পর

ইংরেজদের এই জয়ে তাদের মনোবল আরও দৃঢ় হয়েযায়। যার পরোক্ষফল হিসাবে ছ'মাসের মধ্যে পলাশীর প্রান্তরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হতে দেখা যায়। জন্ম নেয় সাম্রাজ্যবাদ আর শোষণের নয়া অধ্যায়ে।

নবাবের সৈন্যরা পুনরায় ইংরেজদের আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় বজবজ দুর্গটি ইংরেজরা সুরক্ষিত করে আরো প্রায় ৩৬ বছর রাখে। লর্ড কর্নওয়ালিস এর আদেশে এই দুর্গটি পরিত্যক্ত হয় এবং এই দুর্গের সমস্ত কামান ও গোলাবারুদ যুদ্ধের সরঞ্জাম নবনির্মিত তদানীন্তন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে স্থানান্তরিত হয় এবং সেই সঙ্গে বজবজ দুর্গ ও শহর তৎসংক্রান্ত বাড়িঘরগুলি বোর্ড অফ রেভিনিউ–এর হাতে দেওয়া হয় ১৭৯৩ সালের ৭ মার্চ। ওই বছরের ২৩ মে প্রকাশিত নোটিশ থেকে জানা যায়—''সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১০ জুন ১৭৯৩ (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২০০) চব্বিশ পরগণার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে অনারেবল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বজবজিয়ার যে সমস্ত ঘরবাড়ি মাল–মশলা আছে তা প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয় করা হবে।'' সেই সময় বজবজ দুর্গ থেকে ২০টি কামান, ৪ পিপা বারুদ ফোর্ট উইলিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায়। আজও প্রাচীন লোকদের পরম্পরায় জানা যায় কামানগুলির মধ্যে আলেখাঁ ও ফতেখাঁ নামে দুটি দুদ্ধর্ষ কামানও ছিল। বজবজ দুর্গে অবস্থানের সেই পুরানো স্মৃতি আজও বহন করে আছে দুটি পরিখার সামান্য অংশ, বহিঃপরিখা ও অন্তঃপরিখা। এলাকার সরকারী মৌজা ম্যাপে 'নিজ গড়', 'গড় ভুক্ত' ও 'বাহির গড়' এলাকাগুলি আজও বজবজ দুর্গের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছে।

এছাড়া বহিঃপরিখার একাংশে নদী মুখে আজও ইংরেজ প্রশাসকদের নির্মিত 'গড়বাড়ি' তার নিজস্ব অবস্থানকে স্মরণ করায়। কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া সুদূর অতীতের প্রেক্ষাপটে রণঝংকারে ঝংকৃত নবাবী আমল, সেই দুর্গ আর নেই। নেই তার লেশমাত্র চিহ্ন। কিন্তু আছে সেই বজবজ শহর, যার বুকে বাংলার মানুষ প্রথম গর্জে উঠেছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে আমরা আবেদন জানাই প্রাচীন কামান ও সমরসজ্জা দ্বারা একটি মিউজিয়াম গড়ার জন্য। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ আরও জানালেন, তিনি চান প্রাচীন যুগের অনেক ইতিহাসের সাক্ষী ওই কামানগুলি বজবজ পুরসভা, পোস্ট অফিস, বজবজ থানা সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হোক।

গণেশবাবুর কাছে প্রশ্ন ছিল কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে প্রাপ্ত কামানগুলি কী বজবজ কেল্লারই? সে প্রশ্নে গণেশবাবু বলেন, সেটা গবেষণার বিষয়, তবে অসম্ভব কিছুই নয়। ফলতা থানার সামনে প্রাচীন একটি কামান শোভা পাচ্ছে। যা নবাব আমলের। বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি তিনি জেনেছেন। খুব শীঘ্রই বজবজ শহরের বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে তিনি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করবেন।

সময় বাড়লো

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাষ্ট্রীয় স্বভিমান আন্দোলনের তরফ থেকে যে সই সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছিল তা ১৪ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। বিপুল পরিমাণ সই সংগ্রহ হচ্ছে এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনুরোধের জন্য ৩০ নভেম্বর অবধি সময় বাড়ানো হল। আপনারা সকলে যোগ দিন আমাদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে। www.alipur-barta.org

রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলতে আসছে প্রয়াগ–পিনকন

প্রথম পাতার পর

এমনকি 'ব্যাক ডেটে' সেই সব নোটের লেনদেনের কথাও সুকৌশলে তুলে ধরা হয়েছে। প্রশ্ন হল, নোটবন্দির বর্ষপূর্তির সময় এভাবে ভিন রাজ্যের পুলিশের হাতে রাজ্য পুলিশ তথা কলকাতা পুলিশ অভিযুক্ত হওয়ায় রাজ্য রাজনীতি নিশ্চিতভাবে আরও একটি বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান শক্তি হিসেবে বিজেপি যখন ক্রমে আত্মপ্রকাশ করছে ও বিপক্ষের একসময়ের তুরুপের তাস মুকুল রায় যখন পদ্ম ব্রিগেডের হয়ে ধুন্ধুমার ব্যাটিং শুরু করেছেন ঠিক তখনই পিনকন কেলেঙ্কারি সামনে আসায় অন্য গন্ধ পেতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহল। এমনকি কান টেনে মাথাকে সামনে আনার জন্য আগামী দিনে কেন্দ্রের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই পিনকন জট খোলার চেষ্টাও শুরু হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। সেক্ষেত্রে সারদা, রোজভ্যালির পাশাপাশি পিনকন যুক্ত হয়ে ত্রিফলা আক্রমণ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে।

সারদা কেলেঙ্কারিতে প্রায় প্রথম থেকেই আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ছিল শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের নাম। হাজতবাস থেকে সাংসদ পদে ইস্তফা, মন্ত্রীত্ব থেকে একরকম বিতাড়িত হয়ে দলে সাইড লাইনে চলে যাওয়া সবই সারদার সৌজন্যে প্রাপ্তি হয়েছে ঘাসফুলের। এর সঙ্গে আবার আরও এক চিটফান্ড গোষ্ঠী রোজভ্যালির নামও কলঙ্কিত করেছে তৃণমূল নেতামন্ত্রীদের। এতেও হাজারো টানাপোড়েনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঘর বাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তৃণমূল নেতারা। যাদের মধ্যে একজন জামিনে মুক্ত থাকলেও অপর অভিনেতা–সাংসদ এখনও কারাগারের অন্তরালে (যদিও তাঁর অস্থায়ী ঠিকানা এই মুহূর্তে ভুবনেশ্বরের হাসপাতাল)। এইভাবে একের পর এক প্রতারক চিটফান্ড গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠেছে রাজ্যের শাসক দলের নাম। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো নারদ স্টিং অপারেশনেও টাকা নিতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের একাধিক নেতামন্ত্রীদের। তাও ভোট বিভাজনের সৌজন্যে, বাম ও কংগ্রেসের ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ওঠা ও বিজেপির বিরোধী ভোটে ভাগ বসানোর রসায়নে বারংবার বিভিন্ন নির্বাচনে উতরে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে চিটফান্ডের এই পুরনো ঘায়ের সঙ্গে প্রয়াগ ও পিনকনের নাম নতুন করে উঠে আসায় নিশ্চিতভাবে চাপে পড়ল রাজ্যের শাসকদল। এখন দেখার কপিবুক চাইনিজ ওয়াল না মারকাটারি ৪–৬ মেরে এ যাত্রায় নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হয় তৃণমূল।

অল ইন্ডিয়া লিগাল এড ফোরামের জাতীয় সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি হুগলি : অল ইন্ডিয়া লিগাল এড ফোরামের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন নিউ দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের ডেপুটি স্পিকার হলে আগামী ২৪ নভেম্বর (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, এবারে সম্মেলনে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রথম সারিতে যাঁরা রয়েছেন তাদের উপর আলোচনা এবং আলোকপাত করা হবে। উল্লেখযোগ্য হল বাঙালি বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। একদিনের এই সম্মেলন নিউ দিল্লির রফি মার্গ কনস্টিটিউশন ক্লাবে সারাদিন ধরে চলবে। এই সম্মেলন চলাকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংর্বধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এঁরা হলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর মিত্র, পূর্ণেন্দু বিশ্বাস রক্ষিত ও কৃষ্ণা দাশগুপ্তকে। মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে সম্মেলনে সংগঠনের ২৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন নেতাজি গবেষক ডঃ পূরবী দত্ত, বিচারপতি অরুণাভ বড়ুয়া, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমিতাভ লালা, স্মৃতি লালা, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য, প্রাক্তন বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণান ও এসএন সোনি প্রমুখ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপবাবুর প্রচেষ্টায় এই সম্মেলনের আয়োজন। দিল্লির বুকে এই তরুণ বাঙালি যুবকের ক্যারিশমা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ, এরপরেই নতুন কমিটি গঠন করা হবে।

রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার ৩৩ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে

দিনরাত ব্যাপী চলছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো। ড্রেনগুলোতে মেশিন করে দেওয়া হচ্ছে ডেঙ্গু মশা লার্ভা মারার তেল। সাফাই কর্মীদের দিয়ে এলকার সমস্ত জঞ্জাল অন্যত্র সরানো হচ্ছে। ড্রেন পরিস্কার করানো হচ্ছে। ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু সম্পর্কে সতর্ক করা হচ্ছে।

বিশ্বজিৎ দে
কাউন্সিলর ৩৩ নং ওয়ার্ড
সাধারণ সম্পাদক
(দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল যুব কংগ্রেস)
সৌজন্যে–ইয়াসিন মন্ডল

রাজপুর –সোনারপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে–

দিনরাত ব্যাপী চলছে ডেঙ্গু মশার লার্ভা নির্মূল করার কাজ।
মশার লার্ভা নির্মূল করার ৮টি মেশিন ও তেল কেনা হয়েছে।
ব্লিচিং পাউডার ওয়ার্ডে ছড়ানো হচ্ছে।
সাধারণ মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে ট্যাবলোর মাধ্যমে।

ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজ–

পিচের রাস্তা, ড্রেন, জল নিকাশি ব্যবস্থা ও সমস্ত অলিগলিতে আলো লাগানো হয়েছে।
আদর্শ নগর থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত খাল সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
ওয়ার্ডের সমস্ত জঞ্জাল সাফাই কর্মীদের দিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ডেঙ্গুর জন্য সমস্ত এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

বিভাস মূখার্জ্জী
পৌর প্রধান পরিষদ সদস্য (পূর্ত) বিভাগ
রাজপুর –সোনারপুর পৌরসভা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
সৌজন্যে– শুকদেব পুরকাইত

মহানগরে

৫ বছরে হিন্দুস্থান কপারের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে

হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড (এইচসিএল) তার সার্বিক উৎপাদন ক্ষমতা চারগুণ বাড়িয়ে তুলতে চলেছে। সংস্থার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্তোষ শর্মা সম্প্রতি এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই উপাদনক্ষমতা ৩.৪ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি করে ১২.৪ মিলিয়ন টনে উন্নীত করা হবে। তিনি জানান, চাপরি–সিদ্ধেশ্বর অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ একটি নতুন খনিকে উন্নত করে তোলার মাধ্যমে এবং ঝাড়খণ্ডের রাখা খনির অন্তর্গত বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি ভূগর্ভস্থ তামা প্রকল্পকে পুনরায় চালু করে এইচসিএল–এর সার্বিক উপাদনক্ষমতাকে আরও উন্নত করে তোলা হবে। সংস্থার আরও যে সমস্ত প্রকল্প আগামীদিনে চালু হতে চলেছে তার মধ্যে রয়েছে রাজস্থানের বনবাস–এ মাটির তলার একটি খনির সম্প্রসারণ এবং ঝাড়খণ্ডের কেন্দাডিহ খনিটিকে পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহার। এইচসিএল–এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পৌঁছে যাওয়ার আগেই এই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে তাঁর আশা।

এইচসিএল–এর বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ প্রসঙ্গে শর্মা জানান, সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পে নিযুক্ত যুবকদের জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম–এর অনুমোদনক্রমে দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা নাম করা বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ লাভ করবেন। জল ও জলসেচ, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আয় ও উপার্জন বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা, রাজস্থানের ক্ষেত্রী এবং মধ্যপ্রদেশের মালাঞ্চখন্দ–এ সংস্থার তিনটি বড় বড় প্রকল্পের সন্নিহিত ১৯টি গ্রামে সিএসআর পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে বলে তিনি সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধিদের অবহিত করেন। এইচসিএল–এর সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি শুরু হল কলকাতায়। উদ্বোধন করলেন কয়লা এবং খনিজ রাজ্য কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হরিভাই পার্থীভাই চৌধুরী।

ডেঙ্গু কলকাতার ঐতিহ্যে লাগাম টানল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা আর বসবাসে ভারতের আদর্শ মহানগর নয়। ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাবছেন ভারতের ৫৩টি (২০১১–র জনগণনা অনুসারে) মহানগরের মধ্যে কলকাতা মহানগর বসবাসের পক্ষে আদর্শ। সেই সমস্ত ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে জানাই আপনাদের ভাবনা আগে হয় তো ঠিকই ছিল। তবে আগামী দিনে কিন্তু তা নয়। বিশ্ব জুড়ে পরিদূষণের মাত্রা যেভাবে বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে কলকাতা মহানগরের পরিবেশ যে আরও বেশি করে মশার জন্মানো ও বসবাসের অনুকূল হয়ে উঠবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পরিবেশের ন্যূনতম তাপমাত্রা ৮–১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেই যেখানে অনায়াসে চলতে পারে মশার প্রজনন, সেখানে জানুয়ারিতেই এই মহানগরের মাসিক গড় তাপমাত্রা ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকছে। অন্যদিকে বাতাসের ন্যূনতম যে পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় অনায়াসে চলে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ, তার নীরিখেও ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে কলকাতার বাতাসের আর্দ্রতা। এখানকার বাতাসে মাসিক গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বারো মাসই থাকে ৬১.৩–৮২.৯ শতাংশ। যা ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ সহায়ক ন্যূনতম আপেক্ষিক আর্দ্রতার তুলনায় ৬.৩–২৭.৯ শতাংশ বেশি (৫৫ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ম্যালেরিয়া থেকে চিন্তা মুক্ত)।

মশা দমনের কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা নিশ্চয়ই জানেন, যে পরিবেশের তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে না নামলে মশার দেহের ভেতরে ম্যালেরিয়া পরজীবীর বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়াটি কখনও বন্ধ হয় না। দুর্ভাগ্যবশত, কলকাতার মাসিক তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসেও থাকে ১৫ ডিগ্রির থেকে ৪.৬ ডিগ্রি বেশি। আর সেজন্যই শীতের মরশুমেও কলকাতা মহানগরবাসী ম্যালেরিয়ায় ভোগে।

পুর প্রশাসনের অন্দরের খবর অনুসারে, ২০০৬–২০১৫ এই ১০ বছরে কলকাতা মহানগরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪,২৮,৬৩২ জন। আর আক্রান্তের ১.২ শতাংশ অর্থাই ৫১৮৪ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি এই জানুয়ারি মাসেই। ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি এখন সবার ডেঙ্গুর নিরিখেও এখন আর জানুয়ারি মাসও কলকাতা মহানগরের পক্ষে নিরাপদ নয়। কলকাতায় ২০১৪ ও ২০১৫ এই দু'বছরে যে ক'জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে, তার ০.৩ শতাংশের ডেঙ্গু হয়েছে এই জানুয়ারি মাসেই। কাজেই কলকাতায় এখন ডেঙ্গু থেকে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১২ মাস চাই সতর্কতা। মশাকে আর অবজ্ঞা নয়। কলকাতার কোথাও যাতে মশা জন্মাতে না পারে, সে ব্যাপারে বছরের গোড়া থেকেই সজাগ থাকতে হবে। খবরে প্রকাশ, বিশ্ব–উষ্ণায়ণের ফলে উত্তর–দক্ষিণ দুই গোলার্ধের অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী বাসিন্দারা প্রবল সমস্যার ফাঁদে পড়বে। বছরে ভুগবে কম করে ৮০ লক্ষ বিশ্ববাসী। আর তখনই (২০৩০ সালের আশেপাশে নাগাদ) কলকাতা মহানগরও সমস্যায় জেরবার হবেই। মহানগরের ন্যূনতম মাসিক গড় তাপমাত্রা জানুয়ারিতেই ১.৫–৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে সেদিন ২১.১–২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়াবে। ফলস্বরূপ বছরের ১২ মাসেই ম্যালেরিয়া ডেঙ্গুর সংক্রমণ একই ভাবে চলবে। কাজেই মহানগরবাসী যে কোনও মশাকে আর অবজ্ঞা নয়। মশা সম্পর্কে জানুন, বুঝুন এবং মশা বিনাশে উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

খাদ্য দফতরের কল সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে রাজ্য বা দেশবাসীর মতামত গ্রহণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রচলন অবশ্যম্ভাবী। রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের পক্ষ থেকে 'কল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ও ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা সমন্বিত একটি সাপ্তাহিক দৈনিক ১২ ঘন্টার (সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত) কল সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। জনসাধারণ এই নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০–৩৪৫–৫৫০৫ এবং ১৯৬৭ থেকে তাদের যাবতীয় তথ্য পেতে পারেন বা সেখানে তাঁদের অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। এই দফতরের ট্রান্সপারেন্সি পোর্টালের থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। জেলাগুলিতে গণ–বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কিত অভিযোগগুলি প্রতিবিধানের জন্য একজন অতিরিক্ত জেলাশাসককে 'জেলা অভিযোগ প্রতিবিধান আধিকারিক' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালাস্থিত সাংবাদিক সংগঠন 'বাংলা রিপোর্টার্স গিল্ডে'র তরফে আগামী ১৫ নভেম্বর বুধবার, বেহালার চৌরাস্তাস্থিত 'ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলে'র 'প্রার্থনা' সভাগৃহে 'বিজয়া সম্মিলনী'র আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মিলনে বৃহত্তর বেহালার পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকবৃন্দ, এতৎঅঞ্চলের সমস্ত সাংবাদিকগণ, স্থানীয় ১৩, ১৪ ও ১৬ নম্বর বরোর অধ্যক্ষ ও পুরপ্রতিনিধিবৃন্দ, সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্য সহ এই অঞ্চলের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন। সম্মিলনের অন্তিম পর্বে সংগীত সম্মেলনের ব্যবস্থাপনাও রয়েছে।

কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেই কোম্পানির কর্তব্য নিয়ে আলোচনা আয়োজন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স–এর কনফারেন্স হলে উপস্থিত ছিলেন ভারতের দেউলিয়া বোর্ডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জিতা দুবে সহ এমসিসিআই–এর আইন সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারপার্সেন মমতা বিনানী ও অন্যান্যরা।

পুরসংস্থা মুখেই এলাইজা, কাজে নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গণমাধ্যমে বহু আলোচিত 'অজানা জ্বর' কী সত্যিই 'অজানা' বলে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর মনে করে? পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর জন স্বাস্থ্যের স্বার্থে এই 'অজানা জ্বরে'র প্রতিষেধক নিয়ে কী ভাবছে? বামফ্রন্টের পুর মুখ্য সচেতক ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, যে কোনও 'আননোন' জ্বরের কারণ জানার চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে ডাক্তারি ভাষায় যে কোনও 'অজানা জ্বর'কে 'ফিভার অফ আননোন অরিজিন'–এর পরিবর্তে 'ফিভার অফ সিকিওর অরিজিন' বলা হয়। আর সমস্ত জ্বরের কারণ জানার জন্য 'টিসিডিসি' (টোটাল কাউন্ট অ্যান্ড ডিফারেনশন কাউন্ট) পরীক্ষা করা হয়। যেটি কাউন্টে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হলে, শরীরে ভাইরাসের মাত্রা বেশি আছে বুঝে। চিকিৎসকরা মেডিসিন দিয়ে তা কমানো চেষ্টা করেন। আর জ্বর সম্পর্কে 'কেমিক্যাল ডায়াগনস্টিক' করা যায়। যার কারণে অজানা জ্বর মনে হয়, তার কারণ জানতে পারা যায়। সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। অজানা জ্বরের কারণ নির্ণয় হওয়ার পর তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য পুরসংস্থার প্রাথমিক ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরামর্শ জ্বরকে অবহেলা করবেন না।

জ্বর হলে পুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসুন। রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ বিনামূল্যে গ্রহণ করুন। প্রসঙ্গত, এখানে জ্বর হওয়ার পরদিনই এলাইজা পদ্ধতিতে এনএস–১ পরীক্ষা করা হয়। আর যদি র‍্যাপিড কিট দিয়ে পরীক্ষা করে যদি আপনার রক্তের এনএস–১ (ননস্ট্রাক–চারাল প্রোটিন ওয়ান) আছে জানা যায়। সে ক্ষেত্রে আপনার শরীরে ডেঙ্গুর ভাইরাস ঢুকেছে কী না তা সঠিকভাবে জানার আইজিএম অ্যান্টিবডি আছে কীনা সেটা জানতে এলাইজা পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন। যা পুরসংস্থার প্রাথমিক ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হয়ে থাকে। তাহলে এখানে প্রশ্ন উঠছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র যখন এতোই ভালো কাজ করে থাকে, তাহলে কলকাতাবাসীর এতো অজানা জ্বরেই বা মৃত্যু হচ্ছে কেন? তখন মৃত্যুর জন্য দায়ী শহরের বড়ো বড়ো সরকারি–বেসরকারি হাসপাতালগুলি।

ভদ্রেশ্বরে রাধারাণী ও শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়ছে

মলয় সুর, হুগলি : ভদ্রেশ্বর বাজারের সন্নিকটে গঙ্গার ধারে প্রসিদ্ধ শ্যামসুন্দর জীউর ঠাকুর বাটি ধ্বংস হতে বসেছে। সংস্কারের অভাবে ঠাকুরবাটির বিভিন্ন অংশ মাঝে মধ্যেই ভেঙে পড়ছে। ফি বছর রাস দেখতে মানুষ এখানে আসেন। তা চলে তিন দিন। এরকম একটি প্রসিদ্ধ ঠাকুর বাটি ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে বসায় এলাকার মানুষ ব্যথিত। এলাকার বিশিষ্টজনদের বক্তব্য ভদ্রেশ্বরে ধর্মীয় স্থানগুলির মধ্যে রথতলায় নন্দদুলাল জীউ ঠাকুরের মন্দির, তেলিনীপাড়ায় অন্নপূর্ণা মন্দির, বাবা ভদ্রেশ্বর নাথের শিব মন্দির ও শ্যামসুন্দর ঠাকুর বাটির মন্দির অন্যতম দ্রষ্টব্য। প্রায় ১ বিঘা জমির উপর রয়েছে এই ঠাকুরবাটিটি। এখানে আগের মতো না হলেও এখনও দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী এবং রাস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ঠাকুর বাটির বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। এই শ্যামসুন্দর ঠাকুর বাটিটির প্রতিষ্ঠাতা

হলধর মণ্ডল। তাঁর তিনপুত্র শ্যামদাস মণ্ডল। বেণীমাধব ও ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র। বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে ঠাকুরবাটি বজায় রেখে চলছে। নতুন উন্নয়নমুখী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এখন এই ঠাকুর বাটির পুরোহিত রয়েছেন বাসুদেব রায়। তাদের আদি বাড়ি বাঁকুড়ার বালি গ্রামে। একসময় তাঁর বাবা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র রায় ঠাকুরবাড়িতে পুরোহিত ছিলেন বাসুদেব বাবুর বক্তব্য, এই ঠাকুর বাটিতে চারপুরুষ ধরে তাদের পরিবার সেবাইত কাজ করছেন। এই ঠাকুরবাটির বিশাল অংশজুড়ে থাকা ঠাকুর বাটিটির সংস্কার করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তা হাতে না থাকায় সংস্কার সম্ভব হচ্ছে না। এই বিশাল অংশ দেখভালের জন্য অর্থ জোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হয়। ১৫ জ্যেষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির। প্রায় দেড়শো বছরের বেশি পুরনো ঠাকুরবাটিতে আগে রাস ঝুলন উপলক্ষে প্রচুর ভক্ত সমাগম হত। প্রথম তিনদিন ঠাকুরবাটিতে রাসমঞ্চে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ থাকে। এই ঠাকুর বাড়িতেই শ্যামসুন্দর চিলড্রেন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বহু বছর ধরে রয়েছে। যদিও ভাড়া হিসাবে আছে। এখানে ৫ দিন ঝুলন যাত্রার পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ, কালিয়াদমন, রাইরাজা প্রভৃতি। ঠাকুরবাটির দালান, প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত এবং তাঁর লীলা মাটির পুতুল দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। যা সত্যিই অনবদ্য। স্থানীয় প্রতিবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (ভাই) বলেন, ঠাকুরবাটিটি দ্রুত সংস্কার করা জরুরি। না হলে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চাঁপদানি পুরসভার সাহায্য পাওয়া গেলে এই প্রাচীন ঠাকুরবাটিকে আরও দৃষ্টিনন্দন করা যেতে পারে।

আজও অবহেলিত 'কুন্তী' স্মৃতি বিজড়িত কোটাসুরের মদনেশ্বর মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'কুন্তী' স্মৃতি বিজারিত কোটাসুরের মদনেশ্বর মন্দির অবহেলিত। স্থানীয় বাসিন্দাদের এই মন্দিরকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি দীর্ঘদিনের। অন্ডাল – রামপুরহাট এবং বর্ধমান – সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের সাইথিয়া জংশন স্টেশন থেকে সরকারি, বেসরকারি বাসে কোটাসুর বাসস্ট্যান্ডে নেমে ২ – ৩ মিনিটের হাটা পথ কোটাসুরের মদনেশ্বর মন্দির। বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর –২ ব্লকের কুন্ডলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোটাসুর মদনেশ্বর মন্দির। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত কোটাসুর। একবছরের অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপান্ডব বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় লুকিয়ে ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারনা, কোটাসুরের মদনেশ্বর শিবকে নিত্যপুজো করতেন কুন্তী। কোটাসুরের জঙ্গলে একটি পাথরের কোটরে লুকিয়ে ছিলেন। কোটর থেকে বেরিয়ে সন্তানদের মঙ্গলকামনায় পান্ডব জননী কুন্তী শিবমন্দিরে পুজো দিতেন। পাথরটি 'কুন্তীর পঞ্চপ্রদীপ' বলে পরিচিত। পাল আমলের বিষ্ণু, অনাদিলিঙ্গ শিব। বাবা ভৈরবনাথ, কালীমাতা, মা মঙ্গলচন্ডী, ষষ্ঠীমালা, বক্রাসুরের হাঁটু, কুন্তীর প্রদীপ মন্দিরে রক্ষিত আছে। শ্রাবণ মাসে গ্রাম্য দেবদেবীর পুজো ও ভৈরবনাথের ভোগ, শ্রাবণী

পূর্ণিমায় শ্রী শ্রী মদনেশ্বর শিবঠাকুরের পুণ্য স্নানযাত্রা অন্যতম। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি, কোটাসুরের মদনেশ্বর মন্দিরকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার। কোটাসুরের মদনেশ্বর মন্দির, ভান্ডীরবন, মল্লারপুর মল্লেশ্বর শিবমন্দির, বৈদ্যনাথপুর, কলেশ্বর শিবমন্দির, পাইকর, পানুড়িয়া বিশ্রামতলা, রাজনগর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, আকালীপুর গুহ্যকালীকে ঘিরে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললে পর্যটনে বীরভূম জেলা রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে দৃষ্টান্ত গড়ে তুলবে বলে আশাবাদী জেলার বাসিন্দারা।

সাগরে মহা সমারোহে রাস উৎসব

অশোক কুমার মন্ডল : ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, পররাষ্ট্রনীতিবিদ এবং একজন দার্শনিক। তিনি ধর্ম রাজ্য স্থাপনের জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করেননি। কৃষ্ণের বাণীকে পথ ও পাথেয় করে চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত সাগর ব্লকে উত্তর হারাধনপুর যমুনাখালী রাস উৎসব কমিটির পরিচালনায় ৭ দিন ব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনীতা মাইতি। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ বালেশ্বর, উপপ্রধান রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, উৎসব কমিটির সভাপতি স্বপন বেরা, সম্পাদক দীপক রাউত, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শিক্ষাবন্ধু রাজারাম গিরি সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। হ্যান্ড রাইটিং প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, চক্ষু শিবির, কৃষি, স্বাস্থ্য, প্রাণীসম্পদ বিষয়ক আলোচনা, গাজন গান। পুরস্কার বিতরণী সভা সহ দুঃস্থদের বস্ত্রবিতরণ উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাস উৎসবে মাতোয়ারা বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো রাস উৎসব। চিরাচরিত প্রথা মেনে ভান্ডীরবনে দুইদিনের রাস মেলা শেষ হলো শনিবার ৪ই নভেম্বর রাত্রে। রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে দুইদিন গোপালের পাশে রাধারানীকে বসিয়ে পুজো করা হয়। ঋষি বিভান্ডশ্বরের নাম অনুসারে এলাকার নাম হয়েছে ভান্ডীরবন। গোপাল ছাড়াও এখানে রয়েছে বিভান্ডশ্বর শিব। শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজনগর পাঠান শাসকদের দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ি। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ দোকান সাজিয়ে বসে। চলে রাতভর বিকিকিনি। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে বেশি ভক্তের সমাগম ঘটবে ভান্ডীরবনে ধারনা স্থানীয় বাসিন্দাদের। ৪ই নভেম্বর তেতুঁলিয়া রাস উৎসবে উপস্থিত ছিলেন হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আইনজীবী মিল্টন রশিদ।

শাক্ত ও বৈষ্ণব মতে রাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া : দাঁইহাট হল ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। বারোহাট তেরো ঘাট। এই নিয়ে দাঁইহাট। একদা কাঁসা–পিতল শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই রাজ্যের পুরাতন পুরসভাগুলির মধ্যে অন্যতম দাঁইহাট। এখানে আছে বর্ধমান রাজা কীর্তিচন্দ্র রায় মহতাবের সমাধিমন্দির, বর্গি সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্গামন্দির। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী মূর্তির রূপকার ও নির্মাতা প্রয়াত নবীন ভাস্করের জন্ম এখানেই। বাংলার উল্লেখযোগ্য লোক উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম দাঁইহাটের রাস উৎসব, এর সূচনাকাল সঠিকভাবে জানা নেই। তবে আনুমানিক পাঁচশো বছর। এটা মূলত শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের মিলন উৎসব। এখানে রয়েছে তিনশো বছরের পুরানো গণেশ জননী পুজো। আর হয় জাগ্রতা শিবমাতা, বড়কালী, উগ্রচণ্ডী, গণপতি পুজো, নটরাজ পুজো, কার্তিক পুজো, রাই রাজা পুজো, শিবশক্তি পুজো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, মায়াপুর প্রভৃতি স্থানের রাস অপেক্ষা দাঁই হাটের রাস উৎসব কোনও অংশেই কম নয়। জ্যোৎস্নারাতে কার্তিকী পূর্ণিমায় কৃষ্ণের মনোরম রাসলীলা সম্পূর্ণ হয়।

বাঁশেড়িয়ার মজুমদার বাড়ির কার্তিক পুজা

রিম্পি ঘোষ: হুগলী জেলার বাঁশেড়িয়াতে কার্তিক পুজোকে দুর্গাপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজার নামান্তর বলা যায়। এখানে বিভিন্ন বারোয়ারী মন্ডপে চোঁখ ধাঁধানো থিমের পুজা ও প্যান্ডেলের পাশাপাশি পারিবারিক প্রাচীন কার্তিক পুজারও চল আছে। তাই থিম পুজার পাশাপাশি সাবেকিয়ানাতে কার্তিক পুজা খুব একটা পিছিয়ে নেই। এমনই এক পারিবারিক প্রাচীন কার্তিক পুজা হল বাঁশবেড়িয়ার মজুমদার বাড়ির কার্তিক পুজা। বাঁশবেড়িয়ার ৫ নং ওয়ার্ডের সরকারী পল্লীর মজুমদার বাড়ির কার্তিক পুজা প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন। এই পরিবারের কর্তা অধীর মজুমদার জানান, ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বাংলাদেশের কুষ্টিয়াতে প্রায় ১১ মাইল ভেতরে ধলনগরের প্রতাপপুর অঞ্চলে ছিল মজুমদার পরিবারের আদি বাড়ি। সেইসময় দেশের বাড়িতে এই পুজা হত। দেশভাগের পরে অধীর মজুমদারের পরিবার চলে আসেন এপার বাংলায়। তারপর থেকে এই বাঁশবেড়িয়াতে এই পুজা চলে আসছে। তাই বাংলাদেশে এই পুজার উৎপত্তির সময়কাল থেকে বর্তমানে এপার বাংলাতে এতদিন পর্যন্ত চলে আসা এই পারিবারিক কার্তিক পুজার

বয়স প্রায় ১৫০ বছর। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী অধীরবাবু জানান, তাঁর পিতা স্বর্গীয় নিত্যানন্দ মজুমদার বাঁশবেড়িয়াতে স্থানীয় সুকান্ত পল্লীতে হাড়কলে কাজ করতেন। এছাড়া, তাঁর একটি ঘড়ির দোকান ছিল। অধীরবাবুর এক ভাই অশোক কুমার মজুমদার এবং দুই বোন আছেন অনিমা কর্মকার ও অমিতা রায়। অধীর মজুমদারের পরিবারে আছেন তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র অম্বর মজুমদার, অঙ্কুশ মজুমদার এবং তাঁদের স্ত্রী ও কন্যারা। অধীরবাবুর দুই মেয়ে অর্চনা তালুকদার ও অঞ্জনা দে। তাঁদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখানে তাঁর পরিবার ও তাঁর কাকা গৌরচন্দ্র মজুমদার সহ অন্যান্য আত্মীয়রা বংশানুক্রমিকভাবে এই পুজা চালিয়ে আসছেন। অধীরবাবুর পূর্বপুরুষরাও বাঁশবেড়িয়াতে এই পুজা চালিয়ে এসেছেন। দেশের কার্তিক পুজা সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অধীরবাবু জানান, একসময় অর্থাভাবে এই পুজা বন্ধের উপক্রম হয়। সেইসময় পুজার আগের দিন স্বয়ং কার্তিক ঠাকুর স্বপ্নাদেশ দিয়ে এই পুজা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। বর্তমানে এই কার্তিক ঠাকুরের উচ্চতা প্রায় ৭ পোয়া। পুজায় কার্তিক ঠাকুরকে খই, মুরকি এবং নাড়ু দেওয়া হয়।

মাঙ্গলিকী

'বন্ধু এক আশা' পুজোর সময় নজির গড়েছে। ১৫ হাজার শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়ে নতুন জামাকাপড় দিয়ে। সেই সংগঠনেরই বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা হয়েছিল রোটারি সদনে ৪ নভেম্বর। শান্তিনিবাস বৃদ্ধাবাসের সদস্যদের নিয়ে। বৃদ্ধ–বৃদ্ধারাই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা পুরসভার এমএমআইসি দেবাশিস কুমার, কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। এদিন যেসব পুজো সংগঠন 'বন্ধু এক আশা'কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাদেরকে সম্মানিত করা হয়। এবং সবশেষে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় নীপবিথি ঘোষের গান এবং অমিত বাউলের লোকসঙ্গীত এদিনের সন্ধ্যা মুখরিত করে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুদীপ্ত রায়চৌধুরী, সভাপতি প্রিতম সরকার সহ অসংখ্য সদস্য সদস্যারা। তারা ২০১৮–র দুর্গাপুজোয় আরও বেশি সংখ্যক শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তৈরি হচ্ছেন, আরও সকলে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করেন সংগঠনের কর্তারা।

‘মন ক্যামেরা’–র ‘মন ভরানো’ শারদ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহুদিন পরে এই প্রতিবেদক দেখলেন, কোনও লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় জীবনানন্দ সভাঘরের আসন ছাপিয়ে গেল সাহিত্য–সংস্কৃতির জগতের সুধীজনের উপস্থিতির সংখ্যা— অভিনন্দন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, কবি (ডাঃ) রুপালি বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক পুলক বিশ্বাস, সহ সম্পাদক (তরুণ) অভিষেক বিশ্বাসকে...

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হল সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ('তুমি নির্মল কর')। অনুষ্ঠানের মূল পরিকল্পক (ডাঃ) রুপালি বিশ্বাস মঞ্চে এলেন, সকলকে আসরে আন্তরিক স্বাগতম জানালেন। এরপর মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হয় ঋষিণ মিত্র, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, রমেন রায়চৌধুরী, ডঃ সুরঞ্জন মির্দে প্রমুখকে (প্রত্যেকের কপালে চন্দন তিলক, হাতে গোলাপ ও গলায় উত্তরীয় পরিয়ে। বস্তুতঃ এদিন আসরে উপস্থিত সকলের হাতেই গোলাপ তুলে দেওয়া হয়, কপালে দেওয়া হয় চন্দন তিলক)।

এরপর মঞ্চে আসেন সঞ্চালক পল্লব বিষ্ণু। প্রথমেই তাঁকে অভিনন্দন সারা সন্ধ্যার অনুষ্ঠান অতি 'উঁচুতানে বেঁধে' রাখার জন্যে... এদিন 'মন ক্যামেরা'–র শারদ সংখ্যার মঞ্চে আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সাথে আরও প্রকাশ করা হয় 'কাব্য চিত্রে মন ক্যামেরা সংকলন' গ্রন্থটি (সম্পাদক : ডাঃ রুপালি বিশ্বাস)। এদিন পত্রিকার কথা উল্লেখ করে বহুজনই ভাষণ দেন। পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন পত্রিকার প্রকাশের সাথে তাঁর ভাষণে ভগিনী নিবেদিতাকেও স্মরণ করেন। ডঃ সুরঞ্জন মির্দেও পত্রিকার বিশেষ প্রশংসা করেন। তবে তাঁর বাকি ভাষণ সুরুচিপূর্ণ কৌতুক সমৃদ্ধ হলেও ছিল বিক্ষিপ্ত; তাই তাঁর মূল বক্তব্য ঠিক বোঝা গেলনা (হয়ত সেটা এই প্রতিবেদকের অক্ষমতাও হতে পারে)।

এদিন সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংবাদ জগতের বহু বিশিষ্ট জনকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা লিখতে গিয়ে প্রথমেই ৩ কিশোরী কন্যার (রিমিতা রায়চৌধুরী, মানালি দত্ত, নিবেদিতা সেনগুপ্ত) সমবেত দৃষ্টিনন্দন নাচের কথা উল্লেখ করতে হয়। যা তারা পরিবেশন করে সভাঘরের বাইরের আঙিনায়। সমস্ত দর্শক তখন সভাঘরের বাইরে এসে এই সমবেত নৃত্য প্রদর্শন উপভোগ করেন (সবাই এর পরে আবার সভাঘরে ফিরে আসেন)।

এদিন স্বরচিত কবিতা পাঠে (পত্রিকার শারদ সংকলনে প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতা) আসর উজ্জ্বল করেন শান্তনু মিত্র (অনবদ্য রচনা, অনবদ্য পাঠ), ঋষিণ মিত্র, নিত্যানন্দ দাস (৮৭ বছরের তরুণ কবির কবিতা এই প্রতিবেদকের সব সময়েই ভালো লাগে), ঈশিতা দাস, নীপা চক্রবর্তী, বিভু মুখোপাধ্যায়, আরতি দে, অমৃতা চট্টোপাধ্যায় (অনবদ্য রচনা), অভিষেক বিশ্বাস (ইংরাজি রচনা) প্রমুখ। আসরে রামধনু রঙ লাগলো যাঁদের গানে তাঁরা হলেন সুমনা দাস, সৌরভ চৌধুরী, শাশ্বত চৌধুরী, বনানী ব্যানার্জি প্রমুখ। বিভিন্ন কবির কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন সঞ্চালক পল্লব বিষ্ণু (ডাঃ রুপালি বিশ্বাস— আগামী দিনেও আপনার অনুষ্ঠানে যেন পল্লব বিষ্ণুই থাকেন 'সঞ্চালক'!) 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'–র মতন বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জাদু দেখান— তবে সেটির প্রদর্শনের মাধ্যমেই তিনি লিটল ম্যাগাজিনের কথাই বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন... এদিন সারা সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটি ছিল উষ্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠান— পত্রিকা গোষ্ঠীকে অভিনন্দন...

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে।

সংযোজন : এদিন আরও স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন অপূর্ব ভট্টাচার্য, উমা ভৌমিক প্রমুখ।

সব শেষে (ডাঃ) রুপালি বিশ্বাসকে প্রশ্ন ঃ আগামী জানুয়ারি মাসে নন্দন চত্বরে লিটল ম্যাগাজিন মেলায় 'মন ক্যামেরা'র স্টল থাকবে তো? থাকা চাই!

বাসন্তীতে আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় লিমিটেডের সহযোগীতায় ও কার্তিক ওঁরাও স্মৃতি আদিবাসী ল্যাম্পস–এর উদ্যোগে জেলাস্তরে একদিনের এক আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দুই ২৪ পরগনা জেলার ১৭টি আদিবাসী সঙ্গীত দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের পালবাড়ি নাওয়াদিশা আদিবাসী সংঘের পার্শ্বস্থ

ময়দানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগমের প্রধান অধিকর্তা চন্দনী টুডু, বাসন্তী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্ধেন্দু দে সরকার, বিশিষ্ট অতিথি দীনবন্ধু ঘরামী, মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ৩০ জন দুঃস্থ আদিবাসী মহিলা কে সেলাই মেশিন ও দুঃস্থ আদিবাসী মহিলারা যাতে মাছ, শূকর, পোলট্রী চাষ করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্য ১২০ জন আদিবাসী মহিলা কে দশ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়। বাসন্তী ব্লকের উত্তর সোনাখালী পঞ্চায়েতের কার্তিক ওঁরাও স্মৃতি আদিবাসী ল্যাম্পস–এর সম্পাদক গণেশ সরদার বলেন দীর্ঘ কাল যাব সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের আদিবাসীরা অবহেলিত। যাতে করে আদিবাসী সমাজে উন্নয়ন ঘটিয়ে আধুনিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাঁচতে পারে তার জন্য আমাদের এই প্রয়াস।

হুগলির উত্তরপাড়ায় শিশুদের বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশুদের নিয়ে হয়েগেল শিশু বইমেলা। মাত্র তিনদিনের জন্যে। গত শুক্রবার থেকে এই বইমেলা শুরু হয় চলবে রবিবার পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে এই মেলা শুরু হবে শেষ হবে রাত ৮টায়। উত্তরপাড়া কাঠালবাগানের কাছে এই মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক সুখেন্দু মজুমদার। শিশুভবন এবং বিদ্যাভবন–এর আয়োজনে এই বইমেলা এবছরে ৩ বছরে পড়েছে বলে জানা যায়। বইমেলায় ঘোষ মিত্র, পাইক, হোলি চাইল্ড, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, নির্মল বুক এজেন্সি, দেজ বুক স্টল–এর মতো নামকরা পাবলিসার্স যোগ দেন। প্রতিদিন রাত্রেই শিশুদের দেখা গেছে মা বাবার হাত ধরে বইমেলায় এসে বই ঘাঁটাঘাঁটি করছে। সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বড়রাও, তারাও বই ঘাঁটাঘাঁটি করে বই কিনছেন।

বস্ত্র বিতরণে রাজরাজেশ্বরী মঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা: জ্যোতিপীঠ শংকরাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মঠে সম্প্রতি গরিব ও দুঃস্থ মহিলাদের কাপড় বিতরণ করা হয়। এমনটাই জানালেন মন্দিরের প্রধান পূজারী শচীস্বরূপ ব্রহ্মচারী। বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি মন্দিরে প্রতিমাকে ভোগ নিবেদন করা হয় ও প্রায় ৬ হাজার মানুষকে ভোগ প্রদান করা হয়। এখানকার পুজারী সঞ্জু ভাইয়া জানান, গোবর্ধন পুজা ও অন্নকূট মহোৎসব পালন করা হয়। এই মঠে সারাবছরই দীপাবলী, বিভিন্ন পুজা – পাঠের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সমাজসেবাও করা হয়।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

ইদানিং

(সম্পাদক–জয়ন্ত রসিক / ৪৩ বর্ষ / পূজা সংখ্যা ২০১৭ / মূল্য ২০ টাকা) সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে কবিতার ছন্দে, সেখানে বিশ্ব–ভ্রাতৃত্বের আহ্বান। শুরুতেই জয়ন্ত রসিকের গল্প (ঠোঁটকাটা সনত) পাঠকদের মনকে দ্রবীভূত করবে, গল্প–টি ন্যারেটিভ্ ধর্মী, হয়তো সেকারণে অন্যান্য চরিত্রগুলি সেভাবে বিশ্লেষিত হল না। ডাঃ দেবব্রত দাস তাঁর নিবন্ধ–টিতে (লিটল ম্যাগাজিনের প্রাসঙ্গিকতা..) লিটল ম্যগাজিনের আধুনিকীকরণের হাল–হদিশ জানিয়েছেন। ভালো লাগার মতো একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন অমর কুমার দাস, সুতপা মুখার্জী, দীপেন ভাদুড়ী, চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরুদ্দোজা হারুণ, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য প্রমুখ। ইদানিং নাট্যগোষ্ঠীর দু–টি নাট্য–মুহূর্তের ছবি প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ছবিগুলির গুণগত মান আদৌ সহায়ক হয়নি। পত্রিকার ঠিকানা–১৮ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০০৯ / 9836650320।

শব্দকিরণ

(সম্পাদক–সমরজিত চক্রবর্তী/শারদ ২০১৭ (৩৩তম সংখ্যা)/মূল্য ৪০ টাঃ)–এই সংখ্যার অন্যতম প্রাপ্তি, প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু কবিদের রচনা–যশোধরা রায়চৌধুরী, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সেন, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সেন, বিকাশ দাশ, বিপ্লব মজুমদার, নিত্যানন্দ দাস প্রমুখ পাঠকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন। গল্প বিভাগে জয়ন্ত রসিকের গল্পটি একই সঙ্গে অন্য একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, ফলে গল্প পড়ার মজাটা রইল না। বিনয় ভড়ের গল্পটিতে প্রতিবাদী মুখ মুখর হয়েছে, সাহসী লেখা। অনিন্দিতা মিত্রের (সংযোগ) গল্পটির উত্তরণ কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যভাবে উতরালো না। কৈশোরে যৌন–নিগৃহিতা তরুণী অধ্যাপক সহসা প্রগলভ ছাত্রের কাছ আত্ম–কথার গোপন অধ্যায়টি হঠাৎ মেলে ধরতে গেল কেন বোঝা গেল না, বিষয়টি হয়তো আরও একটু সংবেদনশীলতার সাথে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন ছিল। সুকুমার মণ্ডলের শত্রু–মিত্র গল্পটি রীতিমতো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে (রাজনৈতিক রেষারেষি ও বিদ্বেষ) লেখা। হাস্য–কৌতুকের জগতের লেখকের কলম থেকে ভিন্ন স্বাদের গল্প। প্রচ্ছদটি মনোরম, রুচিপূর্ণ। পত্রিকার ঠিকানা – গ্রাঃ আদান, পোঃ জনাই, জেলা–হুগলি–৭১২৩০৪ / 9433177931 / e_mail : sabdokiron@rediffmail.com / sjitchakraborty2010@gmail.com।

কচিকাঁচা সবুজসাথী

(সম্পাদক – কৃষ্ণা নাহা/দেবাশীষ রায়শর্মা/বিধান সাহা–শারদীয়া ১৪২৪ / মূল্য–৪০ টাঃ) প্রয়াত শিশু–সাহিত্যিক বিমল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে–এটা অবশ্যই অসাধারণ সাফল্য ও নিষ্ঠার প্রামাণ্য উদাহরণ। কিন্তু সংকলিত লেখাগুলি ছোটদের জন্য লেখা হয়ে উঠল কিনা তা নিয়ে ধন্দ থেকেই যাচ্ছে। গল্পগুলির মধ্যে নিত্যানন্দ দাস, চুনীলাল রায়, সুকুমার মণ্ডল প্রমুখের গল্পগুলি ছোটদের আগ্রহ মেটাবে। বাকি গল্পগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছোটদের পক্ষে রুচিকর নয় বিশেষতঃ রাম ব্যানার্জী (মাতালের বাদাম খাওয়া)। ছড়া / কবিতা অংশে সুনির্মল চক্রবর্তী, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর কুমার চক্রবর্তী, তপন রায়চৌধুরী, গৌর দত্ত পোদ্দার, কাকলি চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার মান্না, সুশান্ত সেন প্রমুখের লেখা কচিকাঁচারা উপভোগ করতে পারবে। একই সঙ্গে পত্রিকার শেষাংশে কচি–কলম–এর অবস্থান। কেবল ছোটদের লেখায় ভরা। এখানে মূল্যায়ন অবান্তর, ছোটদের কলম–ধরার এই অভ্যাস আরও মজবুত হোক। পত্রিকার ঠিকানা–৮৯/এ, জজবাগান, পোঃ হরিদেবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৮২ / 9477943121 / অথবা ৯৭/২, ব্যানার্জী পাড়া রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা – ৭০০ ০৪১।

তারুণ্য

(সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল / ৩১ বর্ষ–শারদ ১৪২৪ সংখ্যা / মূল্য ২০ টাকা)–আজকের দিনে বারো মাসে তেরো পার্বণের কি সত্যিই দরকার, এই নিয়ে এই সংখ্যার শীর্ষ রচনায় উঠে এসেছে নানা মত। বছর–জুড়ে উৎসবের ধামাকা উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটায় এমন মতামত উঠে এসেছে সুচন্দ্র নাথ দাস, গৌর দাস, অনন্ত ভট্টাচার্য, দীপক কুমার গুপ্ত, দিগম্বর দাশগুপ্ত প্রমুখের লেখার ছত্রে ছত্রে। কবিতা বিভাগে অর্চনা ঘোষ, চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র, নির্মল নিয়োগী, অনন্যা মিশ্র, সনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান সাহা, সুনির্মল চক্রবর্তী, অরুণ কুমার মান্না, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস মাইতি, সতীরঞ্জন আদক, অবশেষ দাস, পৃথা দাস প্রমুখেরা ভালো লিখেছেন। কচিপাতা বিভাগে মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, আরতি ভট্টাচার্য উজ্জ্বল। গদ্য বিভাগে শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও অরুণ ব্যানার্জী স্মৃতি–কথা–মূলক লেখায় জমিয়ে দিয়েছেন। রসপাষণ্ডের রসরচনা পিঁপড়ের ছানা–ও সুখপাঠ্য। গল্পে মন ভরিয়ে দিয়েছেন আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়, পিয়ালী গাঙ্গুলী, শ্রীবিশ্বনাথ। কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গী গল্পের শেষাংশ কিন্তু কষ্টকল্পিত। বন্দনা–কে প্রথমে উপেক্ষা করার কোনও জোরালো কারণ তথাগতের সপক্ষে লেখিকা দেখান–নি, ফলে তথাগত পাঠকদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিতই রইলেন। সুকুমার মণ্ডল হাসির গল্পে (কেঁচো খুঁড়তে) ফের তুফান তুলেছেন। প্রচ্ছদে প্রাচীন প্রস্তর–মূর্তির দুর্গার রঙিন ছবি এক উজ্জ্বল উপহার। (পত্রিকার ঠিকানা – ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান), পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা – ৭০০ ০৪১ / 9903835611)

সায়াহ্নে

(সম্পাদক – বিনয় দত্ত / শারদীয়া ১৪২৪ / ১৪ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা)–নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি এবং আজও এটি অমূল্য, অর্থাত নিখরচায় হাতে হাতে পৌঁছে যায়। এই সংখ্যায় বেশ কয়েকটি ভালো ছোট গল্প পরিবেশন করেছেন–সুব্রত ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি গোস্বামী ও স্বয়ং সম্পাদক বিনয় দত্ত। মুকুল মাইতির রচনাটি বয়স্কদের কাছে জরুরি বার্তা। কবিতা বিভাগে মন–ভরানোর মত বেশি রচনা না থাকলেও, বসুমিত্র দত্ত, রমেশ সরকার, অনিন্দ্য শঙ্কর রায় প্রমুখ ভালো লিখেছেন। পত্রিকার ঠিকানা–শঙ্কর আবাসন, ৪৪ স্কুল রোড, পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা – ৭০০ ০৯৩ / 9433570684।

শুভ প্রত্যাশা

(সম্পাদক–বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার/১৭ বর্ষ–শারদ ১৪২৪/মূল্য–উল্লেখ নাই)–লাল/হলুদে উদ্ভাসিত প্রচ্ছদ প্রথম–দর্শনেই নজর কাড়ে। শীর্ণায়তন পত্রিকাটি বহু অসুবিধা কাটিয়ে সতেরো বছর ধরে টিঁকে রয়েছে। শুরুতেই সুকুমার মণ্ডলের সরস গল্প গীতার বচন, ছোট্ট পরিসরেও হাসির তুফান তোলে। কবিতা বিভাগে প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, সুনীল সোনা, মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, ভীম ঘোষ, পলাশী মাল, শেফালী সরকার, দেবিকা সামন্ত, অবশেষ দাস, প্রদীপ সাহা, সৌমী চৌধুরী, অণিমা বিশ্বাস, স্বরূপ চক্রবর্তী ভালো লিখেছেন। বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার ভূত–নিয়ে প্রচলিত কিছু গপ্পো শুনিয়েছেন, কিন্তু এই একবিংশ শতকেও পরবর্তী প্রজন্মের মনে ভূত সম্পর্কিত ধাঁয়োশা কি না ছড়ালেই নয়! এ যুগ তো বিজ্ঞান–মনস্কতার জয়গান করবে! পত্রিকার ঠিকানা – ১/৭০ শ্রীকলোনী, কলকাতা–৭০০ ০৯২ / 9830929352।

নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে 'খেয়া'র ১৯তম কবিতা/নাটক উৎসবে নাটক বন্ধু

সব্যসাচী সান্যাল : গত শনিবার যুবভারতী মাঠে ফুটবল পাগল রাজ্যবাসী অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফাইনাল যখন তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছিল বা মাঠে উপস্থিত থাকার সুযোগ না পেয়ে টিভির পর্দায় খেলা দেখার পর নানা আলোচনায় মশগুল বাঙালি অথবা যারা প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন বিনোদনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চলা বাংলা মেগাসিরিয়ালের অবৈধ প্রেমের কাহিনীতে মনোনিবেশ করে ছিল, ঠিক তখন এলাকার সকলের কাছে সুপরিচিত অনিমেষ ভট্টাচার্য যিনি ১৯৬২ সাল থেকে নাটকের সাথে জড়িত তার রচনা ও নির্দেশনায় হালিশহরের খেয়ার এক অসাধারণ নাটক 'বন্ধু' নৈহাটির ঐকতান মঞ্চে প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য মঞ্চস্থ হল। নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়ার সাংস্কৃতিক প্রেমিক মানুষ নাটককে কতটা ভালবাসে যখন দেখা গেল টানটান খেলার উত্তেজনার দিনে প্রায় ৪০০ জন মানুষ নাটকের শো–এর সময় উপস্থিত হয়ে এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ বাঁচিয়ে রাখার এক মহান প্রচেষ্টা করে চলেছে।

অডিটোরিয়াম ভরা দর্শক আর 'বন্ধু' নাটকে অংশগ্রহণ করা শিল্পীরা যার মধ্যে অনেক গৃহবধূ বা খুব ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনা, খেলাধুলার সাথে আবৃত্তি ও নাটকে যুক্ত হয়ে যাওয়া শিশু ও কিশোর শিল্পীদের অবাক করা অভিনয় দেখার সুযোগ ২৮ অক্টোবর নৈহাটিতে এই প্রতিবেদকের হয়েছিল। এই সময়ের বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা আমরা রাস্তাঘাটে প্রায়শই বলি কিন্তু চোখের সামনে নির্বিচারে প্রতিনিয়ত গাছ কাটার বিরুদ্ধে আমরা কতটা সজাগ হই বা কতটুকু তার প্রতিবাদ করি। সেক্ষেত্রে নাটকের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সচেতনতার প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করা ও সমাজে সচেতনার কাজটি কাল্পনিক কিছু গাছের সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকে পরিবেশনা করা হয়েছে। গাছের কথা বলার চরিত্রগুলি কাল্পনিক কিন্তু এলাকার শিশু শিল্পী ও গৃহবধুদের নিয়ে করা নাটক খানিকক্ষণের জন্য হলেও জীবন্ত হয়ে যেন তাদের দু:খের কথাগুলো বলছে মনে হয়েছে। বিগত প্রায় ২০ বছর ধরে হালিশহর খেয়া নাট্য সংস্থা নানা মঞ্চে সামাজিক নাটক উপস্থাপন করেছে যা গুণী মহলে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। নাটকের পরিচালক তার সৃজন শক্তি ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমাদের আশেপাশে থাকা গাছপালা ও পশুপাখীর কথার মধ্যে দিয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেক নাটকে একটা বিষয় বস্তু থাকে এই নাটকের বিষয়টা কাল্পনিক হলেও গাছেদের কথাগুলি আজকের দিনে উপলব্ধি করার মতো। বিভিন্ন গাছের কাল্পনিক চরিত্রে অভিনয় করেছে বকুল গাছ পুপিতা বিশ্বাস, শাল গাছ মাধুরী ধর, আম গাছ পিউ দোয়ারী, নিমগাছ প্রতিভা শিকদার, বটগাছ তোতন গায়েন, লতা মনিষা চক্রবর্ত্তী, প্রজাপতি অর্পিতা নন্দী, ফুল আহেলী বিশ্বাস, ভালুক অভ্রদীপ বিশ্বাস, হনুমান অভিরুপ ঘোষ, বুদ্ধু কাঠুরে দেবীপ্রসাদ সুর, টিয়া অনুভব বিশ্বাস।

শিশু, কিশোর কিশোরী শিল্পী মনিষা, অর্পিতা, আহেলী, অভ্রদীপ অভিরুপ অনুভব বিশ্বাস তাদের কাল্পনিক চরিত্রগুলি আবৃত্তি, অভিনয় গুণে প্রায় জীবন্ত করে তুলেছে। তাদের অভিনয় দক্ষতা

দেখে মনে হয়েছে আগামীদিনে এদের মধ্যে বড় নাট্যশিল্পী হওয়ার সমস্ত উপাদান আছে। বড় গাছগুলিকে তাদের পাতার বৈশিষ্ট অনুযায়ী যে ভাবে সাজানো হয়েছে তাতে আস্ত গাছ চোখের সামনে মনে হয়েছে। গৃহস্থ বধূরা পেশাদার শিল্পী না হওয়া সত্ত্বেও পরিচালকের নির্দেশনার গুণে বিভিন্ন গাছের চরিত্রে নানা আবেগের সাথে কবিতা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে গাছের যন্ত্রণা যেভাবে তুলে ধরেছে তাতে তাদের অভিনয়ের আন্তরিকতা সকলের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। নাটকের বিষয়বস্তু একটি কাঠুরিয়াকে কেন্দ্র করে যে অর্থের লোভে জঙ্গলে এসে গাছ কাটার পরিকল্পনা নেয় এবং প্রথমে দামি মেহগনি গাছ কাটা দিয়ে শুরু করে। অন্যান্য গাছ কাটার প্রস্তুতি নিয়ে লতা গুল্মদের পরিষ্কার করা শুরু করে। লতা গুল্ম অন্যান্য গাছ যেমন বকুল, আম, শাল, নিমগাছের কাছে তাদের যন্ত্রণার কথা জানায়।

ইতিমধ্যে ফুল, প্রজাপতি, ভালুক, হনুমান টিয়া এবং অন্যান্য গাছেরা বুদ্ধু কাঠুরের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য বটগাছের শরণাপন্ন হয়। বটগাছ প্রজাপতি, ভালুক, হনুমান প্রভৃতি পশুপাখীদের নাকমুখ খিঁচিয়ে বা কামড়ে দেবার ভয় দেখিয়ে কাঠুরেকে গাছ কাটা থেকে নিবৃত্ত করতে বলে।পরে অবশ্য গাছ কেটে ফেললে, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং নদী নালা সব শুকিয়ে যাবে তা কাঠুরের উপলব্ধি হয় এবং বটগাছের কাছে বুদ্ধু কাঠুরে প্রতিশ্রুতি দেয় সে আর কোনদিন গাছ কাটবেনা এবং অন্যকে এই কাজ থেকে বিরত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার বেঁচে থাকার জন্য জীবিকা সংস্থানের প্রশ্ন থেকে যায়। আসলে অভাবের তাড়নায় বাস্তবজগতে আমরা এই কাজ করতে দেখি। সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের কাঠুরেদের যারা এই কাজ করে, তাদের জীবিকার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহলে এই ধরণের প্রবণতা রোধ করা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের নাট্যকর্মী ও বিশিষ্ট অভিনেতা তথা রাজ্যে সকলের কাছে সুপরিচিত শান্তনু মজুমদার মঞ্চে নাটক নিয়ে বলতে গিয়ে আজকের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য নাটকের বিষয়টির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সবশেষে খেয়া নাটকদলের অভিভাবক বহুদিন নাটকের সাথে যুক্ত এলাকার সকলের শ্রদ্ধেয় প্রবীন নাগরিক প্রতুল কুন্ডু নাটকটির বিষয় তার মনো' উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে নাটকের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র এনে সকলকে সচেতন করেছেন। তিনি আরো বলেন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে মানব জাতিকে যত্নবান হতে হবে এবং প্রকৃতিসৃষ্ট গাছপালাকে যত্ন করতে হবে এবং নতুন নতুন চারা রোপণের মধ্যে আমাদের চারপাশের গাছপালার সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে আলিপুরবার্তার তরফ থেকে উপস্থিত দর্শককে ও নৈহাটি, হালিশহর ও কল্যাণীর উপস্থিত গুণী নাট্যপ্রেমিদের কাছে বৃক্ষ রক্ষা করা ও সমাজ সচেতনা গড়ে তোলার জন্য এই প্রতিবেদক অভিনন্দন জানায়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

নতুন মরশুম শুরুর আগে ঝালিয়ে নিচ্ছে মোহন–ইস্ট

অরিঞ্জয় মিত্র

নতুন মরশুম শুরুর ঠিক আগে ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতির খবর নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করছে কলকাতার বড় টিমগুলিকে। বিশেষ করে আই লিগের অব্যবহিত আগে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরতে প্রস্তুত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে মোহনবাগানের জন্য গত ২–৩ বছর যথেষ্ট ভালো গেলেও শেষ মুহূর্তের ব্যর্থতা ট্রফি দেয়নি বাগানকে। বলতে গেলে মুখের সামনে থেকে ফসকে গিয়েছে জাতীয় লিগ ও ফেড কাপ। ইস্টবেঙ্গল বরং তুলনামূলকভাবে এই দুবছর অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। তবে এবার প্রথম থেকেই খালিদ জামালকে কোচ করে ও প্রতিপক্ষের নিউক্লিয়াস কাতসুমি ইউসাকে নিয়ে নিজেদের আই লিগ জেতার মিশন সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লাল–হলুদ। এমনিতে মোহনবাগানের গত ৪–৫ বছরে যা পারফেরমেন্স তাতে বাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের যে গুরুত্ব ছিল তা অনেকটাই কমে গিয়েছে। গত ৩ বছর বেঙ্গালুরুর পর ২০১৬ তে পাহাড়ি দল আইজল চাপে ফেলে দেয় টিম বাগানকে। ফলে গত ৪ বছরে মাত্র একবার আই লিগ এসেছে সবুজ মেরুন তাবুতে। গত দুবার মোহন ব্রিগেড যে আই লিগ রানার্স হয়েছে তাকে ভাগ্য বিড়ম্বনা ছাড়া কিই বা বলা চলে। তাও মোহনবাগান যে পিছু না হটে একের পর এক ভালো পারফরমেন্স গড়ে তুলছে এটাই অনেক।

তাও গত ৩–৪ বছর বাগান যে মানে নিজেদের তুলে ধরেছে তা অবশ্য ভুললে চলবে না। কিন্তু ট্রফি না পেলে যাবতীয় পারফরমেন্স মাঠে মারা যায়, এটাই ঘোর বাস্তব। মোহনবাগানের এই লাগাতার সাফল্যের পিছনে এক দল ধরে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের উপস্থিতিও বাগানীদের চাগাতে সাহায্য করছে। বিদেশি নির্বাচনেও মোহনবাগান কর্তাদের তৎপরতা সবুজ–মেরুনকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়েছে। ব্যারেটোর পর সনি নর্ডি বাগানে সেই ব্যক্তি যিনি প্রচুর রংবেরংয়ের ফুল ফোটাচ্ছেন। জেজে ও বলবন্তের মতো ভারতীয় তারকা দলকে আরও মাইলেজ এনে দিয়েছে। আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিচ্ছেন। আরও একটা ব্যাপারে দলের পক্ষে যাচ্ছে। তাহল অহেতুক দল গঠনের ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট বা কর্তারা নাক গলাচ্ছেন না (যেটা ইস্টবেঙ্গলে এখন প্রায়শই ঘটছে)। ফলে সঞ্জয় সেন অনেকটাই স্বাধীনতা নিয়ে দল পরিচালনা করতে পারছেন।

যদিও গতবছর সাজানো বাগানে অশান্তির আঁচও দেখা গিয়েছিল তারকা–কোচ যুদ্ধে। ঝামেলা লেগে গিয়েছিল সনি নর্ডির সঙ্গে সঞ্জয় সেনের। দুই 'স'য়ের ঝামেলায় বাগান ম্যানেজমেন্টও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোচ হিসাবে সঞ্জয়ের পারফরমেন্স মোটেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তা তিনি দলকে ট্রফি দিতে না পারলে কি করা যাবে। আবার সনি নর্ডির মোহনবাগানের হয়ে সাফল্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এও বলা হচ্ছে ক্লাব প্রীতির ব্যাপারে সনি অনেকটা ব্যারেটোর মতো। এহেন মোহন–অন্তপ্রাণ সনির সঙ্গে সঞ্জয়ের বিবাদ তাহলে আই লিগ ফসকে যাওয়ার কাটা ঘাঁ শুকাতে না শুকাতে ফেড কাপ ফাইনালে হার গোছানো সংসারকে যেন তছনছ হয়ে দিয়েছিল। বকলমে কী নিয়ে? গড়ের মাঠের সূত্র বলছে আসলে সনির প্রতি এতটাই ফোকাস পড়ছে যা হয়তো সহ্য হচ্ছে না সঞ্জয়ের। পক্ষান্তরে আবার এও বলা যায় সঞ্জয়কে মানতে পারছেন না সনি। এই ইগোর লড়াইয়ের প্রতিফলনেই বাগান আই লিগ–ফেড কাপ হাতছাড়া করল কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছিল জল্পনা। এর সঙ্গে দলের গুরুদায়িত্ব থেকে টুটুবাবুর সরে যাওয়ার খবর বাগান শিবিরে অশান্তির মেঘ বয়ে এনেছিল। মোহনবাগান থেকে টুটু বিদায় মানে বিশেষ করে মনে পড়ছে ইস্টবেঙ্গলকে ৬ গোল দেওয়ার তার স্বপ্ন পূরণ থেমে থাকার কথা। অনেকবার বাগান দারুণ খেলেও ইস্টবেঙ্গলকে ৬ গোলে হারাতে পারেনি কিছুতেই। থেমে গিয়েছে ১৯৭৫–এর বদলা নেওয়ার অভিযান। তাও বিদেশি এনে বাগানে খাতা খোলানো থেকে শুরু করে গত ৩–৪ বছরের সেরা দল গড়ে তোলা সবই থেকে যাবে তাঁর ঝুলিতে। ধীরেন দে'র আমলের কেতাদুরস্ত পথ থেকে বেরিয়ে এসে মোহনবাগানকে পেশাদারিত্বের মোড়কে মুড়ে ফেলার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব টুটুবাবুরই। তাঁর অনেক ইচ্ছা পূর্ণ না হলেও, যেসব কৃতিত্ব তিনি রেখে গিয়েছেন তা অনায়াস জায়গা করে নেবে ইতিহাসের প্রেক্ষাগৃহে। তবে বাগানের পক্ষে এটাই সুখবর টুটুবাবুর সুপুত্র সৃঞ্জয় দক্ষ হাতে দলের রাশ ধরেছেন। আশা করা যায় বয়োঃবৃদ্ধ বাবার অভাব অনেকটাই ঢেকে দিতে পারবে ছেলে।

টিম ইন্ডিয়ার হাতে দুরমুশ কিউইরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে ভারতের অর্থবাজারের ঘোড়া যেমন টগবগ করে ছুটে চলেছে অপরদিকে ক্রিকেটে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে যে অশ্বমেধের দৌড় চলছে তাকেও থামানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুর্বার উত্থানের চাকায় ছারখার হয়ে গিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ থেকে হালফিলে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত। ফলে এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে বিশ্বক্রিকেটে এক নম্বর দল হয়ে উঠেছে টিম ইন্ডিয়া। টেস্ট হোক আর ৫০ ওভারের সীমিত সিরিজ বা টি–২০ সবেতেই ধারাবাহিক ভাবে জয় তুলে নিচ্ছে ভারত। তার মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে তাদের মাটিতে ক্যারিবিয়ানদের দুরমুশ করাও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ইদানিংকালে যে কটি সিরিজ টানা জিতেছে ভারত তা দেশের মাটিতে সংগঠিত হয়েছে। সে অস্ট্রেলিয়া হোক, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ বা এখন নিউজিল্যান্ড সবাই ভারতের মাটিতেই বশ্যতা স্বীকার করেছে বিরাটবাহিনীর। এখানে এই জয়ের পিছনে ব্যাটিং ও বোলিং দুয়ের সমন্বয় প্রকাশ পাচ্ছে ব্যাপক ভাবে। অধিনায়ক কোহলি যেন সেঞ্চুরি করা জলভাতে পরিণত করেছেন। পাশাপাশি নিজেকে মেলে ধরতে সমানভাবে সক্ষম হয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক ধোনি। বেশ কিছু ম্যাচে বিরাট–ধোনি যুগলবন্দি ভারতকে জয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছে। শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মাদের কথাও বা বাদ দেওয়া যায় কি করে। প্রায় প্রতিটি ম্যাচে নিয়ম করে ভারতীয় ওপেনিং জুটি যে ধুন্ধুমার শুরুয়াত করেছে তাতে অর্ধেক কাজ সহজ হয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গে বিশেষ করে বলতে হবে ভারতের বোলিং অ্যাটাকের কথাও। ভুবনেশ্বর কুমার, বুমরা, চহালদের দুর্ধর্ষ বোলিং নিয়ম করে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইন আপকে চাপে ফেলেছে। যার সর্বশেষ নজির হল কিউইদের এই বোলিং আক্রমণের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করা। সবমিলিয়ে ভারতের ক্রিকেট তাণ্ডব সারা বিশ্বকে এদেশের প্রতি নজর দিতে বাধ্য করেছে।

এমনিতে অবশ্য এখন ভারতের সমগ্র ক্রীড়া জগতটাই খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে। কিছুদিন আগে সফলভাবে যুববিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত করে এমনিতেই দুনিয়ার নজর কেড়েছে ভারতবর্ষ। তার সঙ্গে আবার ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে গত তিন–চার যুগের সেরা জায়গায় পৌঁছেছে সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন ফুটবল ব্রিগেড। একসময় ২০০–র কাছাকাছিতে থাকা ভারতীয় দল এখন ১০০–র কম ক্রমাঙ্কে উঠে এসেছে (ভারতের এখনকার র‍্যাঙ্কিং ৯৬)। হকিতেও ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স দিনের পর দিন নতুন দিশা দেখাচ্ছে। বস্তুত ভারতীয় হকি দলের চাপে একরকম উড়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের মতো চির প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। উপর্যুপরি বেশ কয়েকটি ম্যাচে ভারতীয় হকি দলের হাতে টানা পাক–বধ তারই জলজ্যান্ত নমুনা বহন করছে। অন্যান্য ক্রীড়াতেও ভারত ইদানীংকালে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে।

ভারতীয় খেলাধুলার জগতের এই সুবর্ণ সময়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ক্রিকেট দলের এভাবে উঠে আসা। ব্যাটিং বা বোলিং লাইন–আপের বাইরেও অলরাউন্ডার হিসাবে এমন ২–৩ জনকে ভারত খুঁজে পেয়েছে যারা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের মোড় ঘোরাতে পারে। একসময় অলরাউন্ডার নেই বলে স্টপগ্যাপ বোলার বা ব্যাটসম্যানকে ফাটকা খেলানোর মতো অলরাউন্ডার হিসাবে ব্যবহার করত টিম ম্যানেজমেন্ট। অনেক সময় উইকেটকিপারদের দেখা যেত মেক শিফট ওপেনার হিসাবে মাঠে নামতে। তাতে কাজের কাজ যে খুব হয়েছে তা নয়। ওই কাজ চালানো গোছের কাজ বলা যায়। কিন্তু বর্তমানে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও কেদার যাদবদের মতো প্রতিশ্রুতিমান অলরাউন্ডার পেয়ে যাওয়ায় বিরাটবাহিনী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

আগামী ক্রিকেট বিশ্বকাপের দিকে নজর রেখে এখন থেকেই এই দলটাকে গ্রুম করতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ। শত রাজনীতির জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে তাই এখন ভারতীয় দলের চোখ বা ফোকাস হয়ে উঠেছে আগামী বিশ্বকাপ। সেই আগামী দিনের চ্যাম্পিয়নদের লালনপালনের কাজই চলছে পুরোদমে। এর আগেও অনেকবার প্রথমদিকে ভালো খেলেও বিশ্বকাপে সুবিধা করতে পারেনি ভারত। সেই ধরনের পরিবেশ যাতে কিছুতেই সৃষ্টি না হয় সেই জন্য এখন থেকে কোমর বেঁধেছে টিম ইন্ডিয়া। আর তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে বিরাট কোহলির সুযোগ্য নের্তৃত্ব। আশা করা যায় এভাবে পিন পয়েন্টের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে ভারতীয় দল।

হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার উদ্যোগে এমপি কাপ ফুটবল

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর মহাপ্রভু স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে হয়ে গেল স্কুল ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা। মাননীয় সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জগৎবল্লভপুর থানা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে এমপি কাপ। উপস্থিত ছিলেন জগৎবল্লভপুর থানার এএসআই নীলকমল সিং, এএসআই বুদ্ধদেব মণ্ডল, শেখ মাসুদ, সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিপ্লব পাত্র, সুব্রত চক্রবর্তী, হিমাংশু চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ দলুই, বাবলু ঘোষ প্রমুখ। ফাইনালে যে দুটি দল অংশ গ্রহণ করে তারা হল— (বিজয়ী) নওয়াপাড়া নীলকমল ইস্কুল বনাম গোবিন্দপুর অনুরাজ বিদ্যা মন্দির। ফাইনালে দুটি দলের অসাধারণ খেলা দর্শককে অবাক করে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে অভিজিৎ বাগ–এর দুরন্ত গোলে নওয়াপাড়া নীলকমল হাই স্কুল জয়লাভ করে। সারাদিন এই ফুটবল খেলা ঘিরে এলাকার ফুটবল প্রেমী মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আন্তঃজেলা অনুর্দ্ধ ১৭ ফুটবলের সেমিফাইনালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–আন্তঃজেলা অনুর্দ্ধ ১৭ ফুটবল টুর্নামেন্টে পুরুলিয়া কে হারিয়ে সেমিফানালে উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার মানভূম ষ্টেডিয়ামে টাইব্রেকারে ৪–১গোলে পুরুলিয়াকে হারিয়ে অনবদ্য জয় ছিনিয়ে নিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা। উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অনুর্দ্ধ ১৭ ফুটবল টিমে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী চুনাখালী বিবেকানন্দ ফুটবল আকাডেমির চারজন ফুটবলার থাকায় উল্লসিত সুন্দরবনবাসী। কিপার রাজেশ সরদার, স্ট্রাইকার জিয়ারুল পাইক,লেফট আউটে ভবেন সরদার,এবং ষ্টপার সুদীপ্ত রায়ের দুর্দান্ত গতিই পুরুলিয়াকে হারিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা অনুর্দ্ধ ১৭ ফুটবল টিমের কোচ অসীম কয়াল জানান, আমাদের প্রতিটি খেলোয়াড় আক্রমণাত্মক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার টিমের ছেলেরা সুন্দরবন তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কে সেরা সম্মান এনে দেবে।

ইন্টার বিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন ধরে চলা ছাত্রদের ইন্টার বিদ্যালয় ক্লাস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো ৩রা নভেম্বর বীরভূম জেলার মাজিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে। দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণী ফাইনাল প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হয়েছিলো। ১ –০ গোলে জয়ী হয় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ফুটবল দল। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সুদীপ্ত সরকার বলেন, 'বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করি। এইবছর থেকে ছাত্রদের ইন্টার বিদ্যালয় ক্লাস ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। ছাত্রীদের এইরকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের চিন্তাভাবনা রয়েছে।' বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক অশোককুমার ঘোষ বলেন, 'বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পড়াশুনার পাশাপাশি ক্রীড়াকে সমান গুরুত্ব দিই। তারই প্রতিফলন ইন্টার বিদ্যালয় ক্লাস ফুটবল প্রতিযোগিতা।' ফাইনাল প্রতিযোগিতায় 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' বাবলু চিত্রকর, সর্বোচ্চ স্কোয়ার শেখ অহেসান, 'ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট' আসিফ ইকবাল কে পুরস্কৃত করা হয়। মাজিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক শুভাশিস গড়াই কলকাতার ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'আলিপুর বার্তা' –র বার্ষিক গ্রাহক নিজেই।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

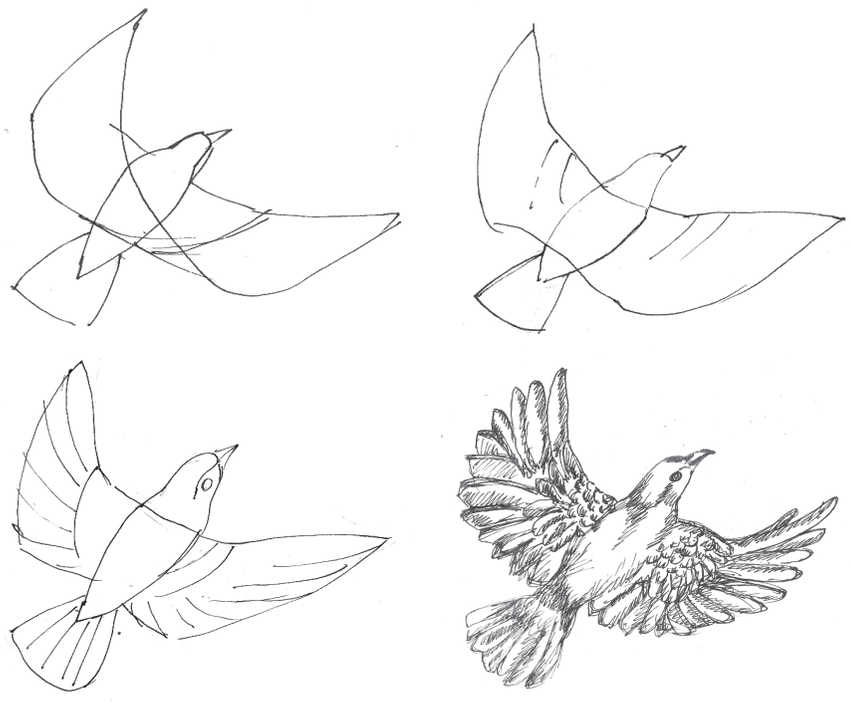

আইনস্টাইনের অঙ্কের ম্যাজিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

বন্ধুদের মধ্যে একজনকে গম্ভীর ভাবে বল, তুমি তার অঙ্ক পরীক্ষা নেবে! এর জন্যে তুমি খাতায় না লিখে মৌখিক ভাবে একটা বড় গুণের অঙ্ক বলবে। তাকে সাথে সাথে মনে মনে অঙ্কটা কষে গুণ ফলটা বলতে হবে! এই বলে জোরে বল, ''৮ গুণ ৯ গুণ ৬ গুণ ৭ গুণ ০ গুণ ৪ গুণ ৫ গুণ ২ গুণ ৩ গুণ ১ কত হয়?'' দেখবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধু বোকা বোকা হেসে তাকিয়ে থাকবে! তখন আরও গম্ভীর ভাবে তাকে বল, সে সত্যিই খুব অঙ্কে কাঁচা, তাই তোমার বলা সংখ্যাগুলোর মধ্যে '০' থাকা সত্ত্বেও সে বলতে পারল না যে গুণ ফল হবে '০'— কারণ সে তো নিশ্চয় জানে কোনও সংখ্যাকে '০' দিয়ে গুণ করলে গুণফল সব সময়েই '০' হয়— না কি সেটা সে জানে না? এই কথা শুনে বন্ধুর খেয়াল হবে যে তোমার বলা গুণটার মধ্যে '০' ছিল অথচ সে উত্তরটা '০' হবে তা বলতে পারল না! তাই এবার দেখবে সে আরও বোকা বোকা জোরে জোরে হাসবে— 'হ্যা, হ্যা, হ্যা'!...

তবে হ্যাঁ, বন্ধু যদি মনোযোগী হয় তবে সে উত্তরটা ঠিক বলতেও পারে অর্থাৎ '০'। এক্ষেত্রে তার পিঠে একটা বিরাশি সিক্কার চাপড় মেরে হেসে বলবে ''শাবাশ! তুমি একদিন আইনস্টাইন হবেই হবে!''

শোনা যায় বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ছুটির দিনে পল্লির ক্ষুদেদের তাঁর বাড়িতে ডেকে এনে উপরে বর্ণিত ধাঁধাটির মতন অঙ্কের মজার মজার ধাঁধার মাধ্যমেই তাদেরকে অঙ্কের প্রাথমিক পাঠ দিতেন। আর ক্ষুদে ছাত্রছাত্রীরা তাদের 'প্রফেসর'কে টফি দিত, 'প্রফেসর' সে গুলো খুব আনন্দের সাথে খেতেন আর ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক শেখাতেন!

শুভজিৎ মন্ডল, তৃতীয় শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com